নবীযুগের তিনব্যক্তি ও আমরা

শাইখ আবু হামজাহ ﷺ

নবীযুগের তিন ব্যক্তি ও আমরা

বই : নবীযুগের তিন ব্যক্তি ও আমরা
মূল : শাইখ আবু হামজা ﷺ
অনুবাদ : সালিম আব্দুল্লাহ

নবীযুগের তিন ব্যক্তি ও আমরা

শাইখ আবু হামজা

নবীযুগের তিন ব্যক্তি ও আমরা

শাইখ আবু হামজা ﷺ

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আওয়াল ১৪৪২ হিজরি / নভেম্বর ২০২০ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
wafilife.com
rokomari.com

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮৬৬-০৫১১৪০
shobdotoru@gmail.com
www.facebook.com/shobdotoru.bd, www.shobdotoru.com

মূল্য: ৮০ টাকা

Nabijuger Tin Beakti o Amra by Shaikh Abu Hamza RH.,
Published by Shobdotoru. first Edition, November 2020

অর্পণ

যারা যুগের জাহিলিয়াতের কাছে নতিস্বীকার না করে আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল ও আল্লাহর পথে জিহাদকে পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, স্বামী/স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, উপার্জিত ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঘর-বাড়ির চেয়ে অধিক ভলোবেসে সাহাবায়ে কেরামের মতো মুসলিম হবার পথে এগিয়ে চলেছেন, তাঁদের বরকতময় হাতে।

সূচিপত্র

কাব বিন মালিক ﷺ বর্ণিত হাদিসের শিক্ষা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলারই জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। কেবল তাঁরই কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা নিজেদের নফসের যাবতীয় অনিষ্টতা এবং নিজেদের আমলসমূহের সকল খারাবী থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করি। যাকে আল্লাহ হেদায়েত দেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথ প্রদর্শনকারী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং রাসুল।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।'[১]

উম্মাহর বেদনাময় চিত্র

আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর চলমান দুরাবস্থা। সকলেই জানেন যে, কাফেরদের আগ্রাসন, তাগুতের কর্তৃত্ব এবং পবিত্র ভূমিগুলোর উপর তাদের দখলদারিত্বের ফলে উম্মাহ আজ বিপর্যস্ত।

১. সুরা আল ইমরান : ১০২

ফিলিস্তিনের উপর ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দখলদারিত্বের আট দশকের বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। অন্যদিকে আমেরিকার নেতৃত্বে পবিত্র ভূমি বিলাদুল হারামাইনে ক্রুসেডারদের দখলদারিত্বের দশক পেরিয়ে গেছে। এতসব কিছু সত্ত্বেও মানুষ এখনো পর্যন্ত উদাসীন হয়ে আছে এবং দীনের সাহায্যের জন্য কোনো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আল্লাহর কাছেই আমাদের ফরিয়াদ। শক্তি ও সামর্থের মালিক তো শুধু আল্লাহ তাআলাই।

অপরদিকে অপব্যাখ্যাকারীর সংখ্যাও দিনদিন বাড়ছে। যারা নিজেদের জিহাদ বিমুখতার পক্ষে মনগড়া দলিল দিয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। ফলস্বরূপ, দীন-ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ করা হচ্ছে এবং দয়াময় রহমানের শরীয়াহকে জীবনাচার থেকে দূর করে দেয়া হয়েছে। বান্দাদের ওপর তাদের রবের জীবন-বিধান কোথাও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। মানুষের জীবনাচার শরীয়াহর বিধান থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। তবে অধিকাংশ মানুষ এ লাঞ্ছনা ও অপমানকে দূর করার ক্ষেত্রে নবী কারীম ﷺ এর মানহাজ ও কর্মপদ্ধতি থেকে যোজন যোজন দূরে পড়ে রয়েছে।

সাহাবাদের আদর্শই মুক্তির পথ

দীন বিজয়ের সঠিক কর্মপদ্ধতি কোনটি? এটা বুঝার সর্বোত্তম উপায় হলো, আমরা আমাদের আসলাফদের বরকতময় যুগের স্মৃতিগুলো আলোচনা করবো এবং

দেখবো যে, সাহাবায়ে কেরাম ﷺ এর জীবনাচার কেমন ছিলো? তাহলে ইনশাআল্লাহ সত্য মিথ্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

কাব বিন মালিক ﷺ র শিক্ষনীয় ঘটনা

আমি সাহাবায়ে কেরাম ﷺ র পুণ্যময় সীরাত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। আমার এই নিবিষ্টপাঠে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত হিসাবে কাব বিন মালিক ﷺ র হাদীসকে অধিক সুস্পষ্ট পেয়েছি। এ হাদীসটি সহিহাইন (বুখারী ও মুসলিম) ছাড়াও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সুদীর্ঘ হাদিসে এই মহান সাহাবী ﷺ নিজের মানবীয় স্বভাব ও দুর্বলতার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। মিথ্যা কসমকারীদের মতো কোনো ধরণের অনর্থক ও বানোয়াট কাহিনীর আশ্রয় নেননি। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তালাআর ক্রোধ সেসব বানোয়াট ও মিথ্যা প্রলাপকারীর ওপরই পতিত হয়েছে। আল্লাহ তআলা তাদের ব্যাপারে এমন কঠোর শব্দ ব্যবহার করেছেন যা অন্য কারো ব্যাপারে ব্যবহার করেননি।

আসুন নিজের নফসের চিকিৎসা করি

আসুন আমরা একজন সাহাবীর সত্য ও স্পষ্ট ভাষণের শব্দগুলোয় নজর দিই। তাহলে সেসব লোকদের স্বভাব-প্রকৃতি বুঝতে পারবো, যারা জিহাদ ছেড়ে বসে আছে। পাশাপাশি আত্মসংশোধনের চেষ্টা করতে পারবো। এবং

এর আলোকে মুজাহিদীন, আলেম-উলামা ও নিজেদেরকে উপদেশ দিতে পারবো। আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যেনো আমাদেরকে এর ওপর সর্বোত্তম আমলের তাওফিক দান করেন। আমিন।

কাব ﵁ র মর্যাদা

কাব বিন মালিক ﵁ র হাদীসটি তাবুক যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট। তিনি এ যুদ্ধে 'যাচ্ছি যাবো করে' আর যেতে পারেননি। অথচ তিনি পূর্ববর্তী অগ্রগামী আনসারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সেই মহান লোকদের একজন ছিলেন যারা 'বাইআতে আকাবা'র দিন রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বরকতময় হাতে বাইআতবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এটা সেই মহান বাইআত যার ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর অনুগ্রহে মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমরাও সেই বরকতময় রাষ্ট্রের-ই ফল।

কাব ﵁ বলেন, রাসুল ﷺ যেসব যুদ্ধ করেছেন তার মধ্যে তাবুকের যুদ্ধেই আমি তাঁর পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম (অংশ গ্রহণ করতে পারিনি)। তবে বদর যুদ্ধেও শরিক হতে পারিনি; কিন্তু বদর যুদ্ধে যারা শরিক হয়নি তাঁদেরকে তিনি তিরস্কার করেননি। অর্থাৎ, তিনি ভীতু ছিলেন না যে যুদ্ধে যেতে ভয় পেতেন। বদর যুদ্ধ ছাড়া রাসুল ﷺ এর সঙ্গে সকল যুদ্ধে শরিক ছিলেন এবং তিনি তাদের একজন ছিলেন, যারা রণাঙ্গনে

বীরত্বের সাথে লড়াই করতো এবং দীনের জন্য সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকার করতো।

সৎ লোকদেরকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য নফসের চক্রান্ত

তবে মানুষ মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়। কখনো শয়তান পথভ্রষ্ট করে আবার কোনো ক্ষেত্রে সে নিজে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার নফস তাকে প্রতারণায় ফেলে দেয়। সাইয়িদুনা কাব বিন মালিক ﵁ এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন সময় যুদ্ধের ডাক দিলেন যখন গ্রীষ্মের দাবদাহ যৌবন কাল অতিক্রম করছিলো। লোকেরা অধিকাংশ সময় খেজুর বৃক্ষের ছায়ায় সময় কাটাতো। খেজুর পরিপক্ক হয়ে পাঁকতে শুরু করেছিলো।'

তিনি বলেন, 'আমি এই ঠাণ্ডা ছায়া এবং ফলের প্রতি বেশ আকৃষ্ট ছিলাম।' এই হলো মানবাত্মার সেই ভয়ানক প্রতারণা, যার উপস্থিতি আমরা ঐ মহান ব্যক্তিদের মাঝেও দেখতে পাই রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। সুতরাং যদি এ মহান ব্যক্তিদের মাঝে (জিহাদ থেকে) পিছিয়ে থাকার ব্যাপারে প্রবৃত্তির প্রতারণা কাজ করতে পারে, যাদের ঈমানের সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, তাহলে আজকে কিছু ভালো মানুষ জিহাদ না করলে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে?

বুখারী ও মুসলিমের এ হাদীস সুস্পষ্টভাবে আমাদেরকে বলছে যে, ঐ মহান ব্যক্তিরাও (জিহাদ থেকে) পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন, যারা আমাদের চেয়ে এবং আজকের ঐ ভালো লোকদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি মর্যাদাবান ছিলেন।

কাব ﷺ বলেন, 'লোকেরা (তাবুক যুদ্ধের) প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। আমিও আমার প্রস্তুতির চিন্তা করলাম; কিন্তু প্রথম দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো আমি কোনো প্রস্তুতি নিলাম না। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, আগামীকাল প্রস্তুতি নিয়ে নেবো। তবে পরের দিনও কোনো প্রস্তুতি নিতে পারলাম না। আমি ভাবলাম যে, আমি তো এখনো সহজেই তাদের সাথে মিলিত হওয়ার সক্ষমতা রাখি।'

লক্ষ্য করুন! নফস কিভাবে মানুষকে প্রতারণায় ফেলে দেয়। যেহেতু তিনি জিহাদে অভ্যস্ত ছিলেন এজন্য নফস তাকে একথা বুঝিয়েছে যে, জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ তো আপনার জন্য সাধারণ ব্যাপার, আপনি এখনো সহজেই বের হওয়ার সক্ষমতা রাখেন।

তিনি বলেন, 'আমি এই (দোদুল্যমান) অবস্থায় ছিলাম, ওদিকে বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেছে। এবং মর্যাদা ও মহত্বের বাহক সে কাফেলাটি গন্তব্য অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছে। যার সেনাপ্রধান ছিলেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন আবু বকর ﷺ, উমর ﷺ এবং

অন্যান্য মহান সাহাবীগণ।' অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে, এ সেনা বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি ছিলো।

এক্ষেত্রে সকল মুসলমানকে নফসের ধোঁকার ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে। কারণ দীনের সাহায্য ছেড়ে কতো লোকই না ঘরে বসে আছে। যাদেরকে নফস এই ধোঁকায় ফেলে রেখেছে যে, সে ইচ্ছা করলেই জিহাদে বের হতে পারবে। অথবা তার পিতা, তার অভিভাবক বা তার মুরব্বি চাইলেই সে বের হতে পারবে; তবে এই মুহূর্তে বের না হওয়াই ইসলামের জন্য মাসলাহাত ও কল্যাণ।

অথচ এটা বাস্তব কথা নয়। শুধু তাদের ধারণা মাত্র। আর নিঃসন্দেহে সৎ ও পুণ্যময় কাজের ক্ষমতা এবং মন্দ কাজ থেকে বাঁচার তাওফিক শুধু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে।

বিলাসিতা ও নফসের ধোঁকা থেকে সাবধান থাকুন

লক্ষণীয় যে, এ মহান ব্যক্তিকে তাঁর নফস ধোঁকায় ফেলেছে। অথচ তিনি বহুবার নিজেকে যুদ্ধ এবং রণাঙ্গনে পরখ করে দেখেছেন। আর আনসারগণ তো এমনিতেও যোদ্ধা; যুদ্ধ-বিগ্রহের বৈশিষ্ট্য তাঁরা বংশ পরম্পরায় লাভ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর নফস তাঁকে ধোঁকায় ফেলে দিলো। অতএব, নিজেরাই চিন্তা করুন, যখন তাঁদের (সাহাবাদের) ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে, তাহলে সেসব লোকদের পরিণতি কী হতে পারে যারা

কখনো আল্লাহর পথে লড়াইয়ের জন্য বের হয়নি? এমন লোকদের নফসের ধোঁকায় পড়ে থাকা অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হওয়ার কারণ কী? তাদের (সাহাবীদের) জীবন তো এমনিতেও দুঃখ-কষ্টে পূর্ণ ছিলো। বর্তমানের মতো এতোসব বিলাসিতার উপকরণ ছিলো না। শুধু মাত্র খেজুর পাঁকার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। এ বিষয়টিই তাকে অলস বানিয়েছিলো। জিহাদ থেকে বিরত রেখেছিলো।

তাহলে সেসব লোক কিভাবে নফসের ফাঁদে পা দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে, যাদের কাছে ভোগ-বিলাসের ভরপুর আয়োজন। এমনকি তারা বৈধতার সীমা পেরিয়ে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে। একটু নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করুন, কিভাবে সম্ভব যে, এমন লোক নফসের ধোঁকা থেকে বেঁচে যাবে? তবে আল্লাহ যাকে রক্ষা করতে চান তার কথা ভিন্ন।

তো সকল সাহাবী বের হয়ে পড়লেন। আর কাব رضي الله عنه দীনের সাহায্য থেকে পিছনে রয়ে গেলেন।

বিষয়টি অনুধাবন করুন

প্রচণ্ড গরমের মৌসুম ছিলো। এক বর্ণনায়, উমর رضي الله عنه এই গরমের প্রচণ্ডতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'আমাদের কেউ তার বাহনের কাছে গেলে বাতাসের প্রবাহ বন্ধ হওয়া এবং গরমের তীব্রতার কারণে তার কাছে মনে হতো, গর্দান নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।'

এমন মুহূর্তে অভ্যাস অনুযায়ী দুনিয়াদাররা তা-ই বলেছে যা আজও তারা বলে থাকে।

কুরআনে হাকীম তাদের একথা বর্ণনা করেছে এভাবে,

﴿ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ﴾

এবং তারা বলতে লাগলো যে, (এমন প্রচণ্ড) গরমে অভিযানে যেও না।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের জবাবে এর চেয়ে বড় বাস্তবতা উল্লেখ করেছেন,

﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾

বলে দিন, জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে অধিক গরম। হায়! তারা যদি একথা বুঝতো![২]

এ দুনিয়াদাররা তো রাসুল ﷺ এর হাদীস শুনতো। নবী কারীম ﷺ এর খুতবাতে উপস্থিত হতো এবং ভালো করেই জানতো যে, নবী কারীম ﷺ কী বলছেন। নবী কারীম ﷺ তাদের সাথে তাদের ভাষায়ই কথা বলতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তারপরও বলছেন যে, হায় যদি তারা একথার মর্ম বুঝতো! কেনো তাহলে এভাবে বললেন? কেননা, প্রকৃত বুঝ অন্তরের অনুধাবন এবং ভয়কে বলা হয়। এই বুঝ থেকে তারা বঞ্চিত ছিলো। বাহ্যিকভাবে এ কথা

---

২. সুরা তাওবা : ৮১

বুঝার পূর্ণ জ্ঞান তাদের ছিলো। তবে প্রকৃত বুঝ থেকে তারা বঞ্চিত ছিলো। আর না হয় একথা বিশ্বাস করতো যে, জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার এই গরম এবং কষ্ট থেকে বহুগুণ তীব্র।

আজ আমাদের ভাইদেরকে কী বলা হয়? তাদের একথা বলা হয় যে, তোমরা জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে আসলে তখন বেত্রাঘাত তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। এবং তাগুতি কয়েদখানার চাবুকগুলো অনেক শক্ত হয়ে থাকে! তাদের কাছে বলা হয় যে, বিভিন্ন এজেন্সি তোমাদের পিছনে লেগে থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরাও তাদেরকে এ কথাই বলবো যে,

﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾

'(হে নবী,) আপনি বলে দিন, জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে প্রচণ্ড তীব্র গরম! হায় যদি তারা এ কথার বুঝ রাখতো।[৩]

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি যে, তিনি আমাদের সবাইকে সঠিক ইলম এবং বুঝশক্তি দান করুন!

---

৩. সুরা তাওবা : ৮১

এসব নির্বোধদের কথায় কি আমরা জান্নাত ছেড়ে দেবো?

এ জীবন তো কয়েক দিনের খেলা মাত্র। সুতরাং আমরা কি এসব লোকদের কথার কারণে আমাদের পালনকর্তার জান্নাত ছেড়ে দেবো? আল্লাহর কসম! এটা হতে পারেনা! যার এই বিশ্বাস আছে যে, মৃত্যুর সময় নির্ধারিত, এর আগপিছু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে একজন মুমিন বান্দা বিশ্বাস করে, রিযিকের পরিমাণ নির্ধারিত। এর মধ্যে কমবেশি করণের কোনো সুযোগ নেই। সে এসব কথায় কখনো বিভ্রান্ত হবে না। এক হাদীসে নবী কারীম ﷺ সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ؓ কে বলেন,

كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

'হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিচ্ছি, আল্লাহর বিধানসমূহ হেফাজত করো আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহর হকসমূহের হেফাজত করো,

তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন কিছু চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে এবং যখন সাহায্য কামনা করবে আল্লাহ তাআলার কাছেই কামনা করবে! এবং মনে রেখো, যদি সকল মানবজাতি মিলেও তোমার কোনো উপকার করতে চায় তাহলে তারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবেনা। তবে ততটুকুই পারবে যা আল্লাহ তোমার ব্যাপারে লিখে দিয়েছেন। এবং তারা সবাই মিলেও যদি তোমার ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। তবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে দিয়েছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহ শুকিয়ে গেছে।'[৪]

ইলমের সাথে সাথে আমলও শিক্ষা দিন

এই হাদীস আজও মুসলিমদের শিক্ষা দেওয়া হয়। আজও এই শব্দেই পাঠ করা হয়। এটা আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ। তবে মুসলিম যুব সমাজকে এই হাদীসের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার সাথে এর বাস্তব প্রশিক্ষণ নেয়াও প্রয়োজন। তাদের উচিৎ لا إله إلا الله এর দাবিকে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া—তবেই এই হাদীসের মর্ম পূর্ণতা লাভ করবে। আর যদি ইলম মোতাবেক আমল না করা হয় তাহলে এই ইলম তোমার বিপক্ষে যাবে। ইলমের দুইটি উদ্দেশ্য : ১. ইলম অর্জন ২. তার ওপর আমল। আমলের ফল হলো, আল্লাহর ভয়। ইলমের ফল, নবীর দেখানো

---

৪. তিরমিযী : ২৪৪০

পন্থায় আমল। আর এই ইলম ও আমলের সমন্বয়ে-ই তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।

যদি আমি যেতাম!

অবশেষে বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেলো। কাব ﵁ বলেন, 'আমি পরবর্তীতে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার জন্য তা আর সম্ভব হয়নি।'

ঐ মুহূর্তে তাঁর হৃদয় যেনো ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। তিনি বলে ওঠেন, يليتني فعلت 'হায় আমি যদি যেতাম!'

এই গুরুত্বপূর্ণ ও মুবারক যুদ্ধটি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সর্বশেষ যুদ্ধ ছিলো। তবে এই গড়িমশির কারণে তাতে অংশ গ্রহণের মহান সুযোগ তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেলো। আর এ কারণেই তিনি আক্ষেপ করে বললেন, 'হায় যদি আমি চলেই যেতাম! '

আল্লাহর বান্দাগণ! নিজের সুস্থতা, অবসর সময় এবং যৌবনকে গনীমত মনে করুন। ঐ-তো জান্নাতের ময়দান আপনাদের সামনে উন্মুক্ত পড়ে রয়েছে। এক হাদীসে রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ

'নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারীর ছায়াতলে।'[৫]

---

৫. মুসলিম : ১৯০২

ইলম অনুযায়ী আমলের ক্ষেত্রে সালাফদের রীতি

যখন আবু মুসা আশআরী ﵁ উল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করলেন তখন এক ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আবু মুসা! আপনি কি নিজে রাসুল ﷺ কে একথা বলতে শুনেছেন?

লক্ষ্য করুন তাদের দিকে, তাঁরা ইলম অর্জন করতেন আমলের জন্য শুধু জানার জন্য নয়; যেনো ইলম তাদের বিপক্ষে না দাঁড়ায়। ইলমের সাথে আমল আবশ্যক, তাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি নিজে রাসুল ﷺ কে একথা বলতে শুনেছেন?'

আবু মুসা ﵁ বললেন, 'হ্যাঁ'।

এটা শুনে সেই ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বিদায়ী সালাম জানালো এবং নিজের তরবারীর খাপ ভেঙ্গে ফেলে ময়দানে চলে গেলো। এবং লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করলো। আল্লাহ তাআলা তাঁদের ওপর অগণিত করুণা বর্ষণ করুন। লক্ষ্য করুন, এই হলো সাহাবায়ে কেরাম এবং আমাদের আসলাফদের কর্মনীতি।

কাব ﵁ বলেন, يليتني فعلت 'হায়! আমি যদি চলেই যেতাম'।

আল্লাহর বান্দাগণ! এখনও আপনাদের সুযোগ আছে, আপনারা জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সত্য দীনের সাহায্যে

বেরিয়ে পড়ুন। এমন যেনো না হয় যে, একসময় আপনাকেও এই আফসোস করতে হয়, 'হায়, আমি যদি যেতাম!'

জিহাদের পথের পবিত্র ধূলিকণা

এক বর্ণনায় এসেছে, একজন নেককার আলেম মৃত্যু শয্যায় ছিলেন। তিনি কাঁদছিলেন আর তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। অথচ তিনি তাকওয়া এবং ইলম সবদিক বিবেচনায় মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি ছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কেনো কাঁদছেন? তিনি তাঁর পদযুগলের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, 'এজন্য কাঁদছি, কারণ আমি যে এই কদম কখনও আল্লাহর পথে ধূলোমলিন করিনি!'

নবী ﷺ এর এই হাদীস তো আপনারা জেনে থাকবেন যেখানে তিনি বলেছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

'যে বান্দার কদম আল্লাহর পথে ধূলোমলিন হবে, তাকে আগুন স্পর্শ করতে পারেনা।'[৬]

আল্লাহু আকবার! এটা এমন ইবাদত, যার শুধু ধুলোবালি আপনাকে আগুন থেকে মুক্তি দান করতে পারে। তাহলে সে ব্যক্তির মর্যাদা কেমন হবে, যে নিজের জীবন ও ধন-

৬. বুখারী : ২৮১১

সম্পদ সবকিছু নিয়ে বের হয়েছে এবং সবকিছু এ পথেই কুরবানি করে দিয়েছে?

প্রকৃত বিপদের চিন্তা করুন!

নিঃসন্দেহে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুল ﷺ এর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন,

رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ

'ঐ ব্যক্তির আমল সর্বশ্রেষ্ঠ যে জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় বের হয়ে নিজের জীবন ও ধন-সম্পদকে আশংকায় ফেলে দিয়েছে এবং কোনো কিছুই নিয়ে ফিরে আসেনি।'[৭]

আজকে আমাদের অধিকাংশ ভাই আমাদেরকে বিপদ-আপদের ভয় দেখায়। তবে জেনে রাখুন, প্রকৃত বিপদ তো কবরে। প্রকৃত ভয় তো জীবনের হিসাবের এবং শেষ বিচার দিনের যা নিশ্চিত প্রতিষ্ঠিত হবে! এমন যেনো না হয় যে, দুনিয়ার এই বিপদ-আপদ থেকে বাঁচতে গিয়ে আপনি ঐ দিনের বিপদের মধ্যে পড়ে গেলেন। আপনার জীবনআয়ু শেষ হয়ে গেলো। অথবা অহেতুক কথাবার্তায় আপনার মূল্যবান সময় ফুরিয়ে গেলো, দীনের সাহায্য করা আপনার ভাগ্যে জুটলো না।

---

৭. বুখারী : ৯৬৯

মুনাফিকরাই পেছনে রয়ে গিয়েছিলো

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে মুনাফিকদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারেও সর্তক করেছেন। মুনাফিকদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহর দীনের সাহায্য না করে পিছনে বসে থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

'আর ছলনাকারী বেদুঈন লোকেরা এলো, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তারা যারা আল্লাহ ও রাসুলের সাথে মিথ্যা বলেছিলো। যারা কাফের তাদের ওপর শীঘ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব।'[৮]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর এবং তাঁর রাসুলের সাহায্য না করার অশুভ মনোভাব থেকে রক্ষা করুন।

সেসব আসলাফদের দিকে লক্ষ্য করুন! কাব ﷺ বলেন, 'বাহিনী চলে যাওয়ার পর যখন আমি শহরে বের হতাম, তখন আমাকে সবচেয়ে বেশি এই বিষয়টি পেরেশান করতো যে, শহরের অলিগলিতে নিফাকে নিমজ্জিত মুনাফিক এবং অপারগ লোক ছাড়া অন্য কাউকে দেখতাম না।'

এই হলো আমাদের আসলাফগণ! যখন সংবাদ এলো যে, রোমানরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণের কথা

---

৮. সুরা তাওবা : ৯০

ভাবছে, এখনও তারা ইসলামী ভূখণ্ডে প্রবেশ করেনি; শুধু আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে খবর এসেছে। তবে আমাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ তখনই লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলেন, يا خَيْلَ اللهِ ارْكَبِي হে আল্লাহর পথের অশ্বারোহীগণ! অভিযানে বের হও।

তখন মুনাফিক এবং অপারগ ব্যক্তি ছাড়া কেউ বসে থাকেনি। আল্লাহর বান্দগণ! যদি আপনারা নাজাতের প্রত্যাশী হন, তাহলে ঐ মহান ব্যক্তিদের অনুসরণ করুন। রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাথীদের অনুসরণ করুন!

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

'মুহাম্মদ ﷺ হলেন আল্লাহর রাসুল এবং যারা তাঁর সাথী তাঁরা কাফিরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি মেহেরবান, কোমল।'[৯]

পূর্ণ অনুসরণকেই অনুসরণ বলে, চাই আপনার পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ। যেমন উবাদা বিন সামিত رضي الله عنه এর হাদীসে বর্ণিত আছে,

بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ

---

৯. সুরা ফাতাহ : ২৯

'আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর হাতে এ মর্মে বাইআতবদ্ধ হলাম যে, আমরা কথা শুনবো এবং আনুগত্য করবো চাই সচ্ছল অবস্থা হোক কিংবা অসচ্ছল অবস্থা এবং চাই (সেই বিষয়) আমাদের পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ।'

অতএব, লোকেরা জিহাদ অপছন্দ করলেও আপনার তা আদায় করা কর্তব্য। যেহেতু আপনার ওপরও সে জিম্মাদারী আছে।

জিহাদ পরিত্যাগকারীর সমালোচনা করা বৈধ

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন তাবুক প্রান্তরে পৌঁছালেন তখন বললেন, ما فعل كعب بن مالك ؟ কাব বিন মালিকের কী অবস্থা?

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন তার কথা উল্লেখ করলেন, তখন বনু সালামা গোত্রের একজন সাহাবী ﵁ বললেন, 'তাকে তার দামী কাপড় এবং আত্মতুষ্টি বিরত রেখেছে।' সেই সাহাবী ﵁ কাব বিন মালিক ﵁ এর নিন্দা করলেন। কেননা তিনি এই নাযুক মুহূর্তে দীনের সাহায্য থেকে পেছনে রয়ে গেছেন। উক্ত সাহাবীর দৃষ্টিতে কাব বিন মালিক ﵁ র থেকে এমন ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে যা কোনোভাবেই ঈমানদারদের জন্য সঙ্গত নয়। তখন মুয়াজ বিন জাবাল ﵁ কাব বিন মালিক ﵁ র পক্ষাবলম্বন করে বললেন, 'তুমি অত্যন্ত মন্দ কথা বলেছো, আল্লাহর কসম! আমরা তাঁর মাঝে শুধু কল্যাণকর দিকই দেখেছি।'

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বনু সালামা গোত্রের সাহাবীর কথার পর্যালোচনা করে বলেন, 'এ থেকে বুঝে আসে, যে ব্যক্তি জিহাদ ছেড়ে পিছনে বসে থাকবে, তার সমালোচনা করা বৈধ হয়ে যায়। কেননা, দীনের সাহায্য করা একটি মহান দায়িত্ব।'

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, আমাদের প্রাণ যেনো এমতাবস্থায় বের হয় যে, আমরা দীনের সাহায্যের জিম্মাদারী আদায়ের কাজে রত এবং আমরা আমাদের মালিকের সাথে এ অবস্থায় মিলিত হই যে, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট!

স্বয়ং রাসুল ﷺ গরম সহ্য করেছেন আর আমি...?

তখনও কথোপকথন চলছিলো, ইতোমধ্যে সাদা পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে মরুপ্রান্তর থেকে আসতে দেখা গেলো। লোকটি অনেক দূর থেকে এসেছিলো। রাসুল ﷺ দূর থেকে দেখেই বললেন, 'এ আবু খাইছামা হবে।'

অতঃপর দেখা গেলো, সে আবু খাইছামা আনসারী ﷺ ই ছিলেন। তিনি বাহিনী রওয়ানা হওয়ার পর চলা শুরু করেন। এবং একাকীই এসে উপস্থিত হন। তিনি মুনাফিকদের মাঝে থাকা পছন্দ করেননি। শয়তান এই মহান সাহাবীকে বাধা প্রদানের জন্যও অনেক চেষ্টা করেছে। ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে আবু খাইছামা ﷺ এর ঘটনা প্রসঙ্গে কোনো কোনো যুদ্ধবিশারদের মতামত বর্ণনা করেছেন যে,

আবু খাইছামা ﷺ বর্ণনা করেন, ‘আমি আমার গৃহে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম আমার খুপড়ি ঘরের ঘাসপাতা দিয়ে ছাওয়া চালের উপর পানির সিঞ্চন করা হয়েছে।’

গরমের মৌসুমে বিছানার উপর পানির বিচ্ছুরণ বড়ো আরামদায়ক অনুভূত হয়।

তিনি (আবু খাইছামা ﷺ) বলেন, ‘আমি দেখলাম, বিছানায় পানির বিচ্ছুরণ রয়েছে, এরপর আমার স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম এবং বলে ওঠলাম, আল্লাহর কসম! এটা কেমন ইনসাফ! আল্লাহর রাসুল ﷺ সূর্যের তাপ এবং গরম সহ্য করবেন আর আমি এখানে ছায়া ও আরাম আয়েশ ভোগ করবো!’

ঈমানদারগণ! দেখেছেন তাদের আকীদার পরিশুদ্ধতা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা কেমন ছিলো?

অতঃপর আবু খাইছামা ﷺ নিজের বাহন এবং অল্প কিছু খেজুর নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এবং রাসুল ﷺ এর কাছে গিয়ে মিলিত হলেন।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসুল ﷺ কেনো ঘর থেকে বের হয়েছিলেন? তিনি কি কালিমার সাহয্যের জন্য বের হননি? তাহলে আজকে আমাদের কী হয়ে গেলো যে, আমরা ঐ কালিমার সাহায্য ছেড়ে হাত গুটিয়ে বসে আছি আর ভাবছি যে, আমরা এই কালিমার সাহায্যের হক আদায় করে

ফেলেছি? অথচ এই কালিমার শাসন আজ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

তোমাকে কোন জিনিস পেছনে রেখেছে?

এখানে আমরা কাব ؓ এর হাদীসের কিছু শিক্ষণীয় বিষয়ের ওপর আলোকপাত করবো। কেননা, এ মুহূর্তে এই হাদীসের সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের ওপর আলোচনা করা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। ইমাম নববী রহ. ইবনে হাজার রহ. এবং অন্যান্য হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ এই হাদীস সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন।

কাব ؓ বলেন, 'যখন রাসুল ﷺ প্রত্যাবর্তন করলেন তখন চিন্তা-পেরেশানি আমাকে পেয়ে বসে। আমি ভাবতে থাকি যে, আমি নবী ﷺ এর কাছে কী বলবো? অতঃপর যখন আমি রাসুল ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হলাম তখন নবী করীম ﷺ চেহারায় রাগ নিয়ে মুচকি হাসলেন।'

রাসুল ﷺ কাব ؓ র প্রতি রাগান্বিত ছিলেন। ইবনে হাজার রহ. কতিপয় যুদ্ধবিশারদের কথা বর্ণনা করেছেন যে, কাব ؓ বলেন, 'রাসুল ﷺ যখন আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমার থেকে কেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন? আল্লাহর কসম! আমি তো মুনাফিক নই, না আমি ইসলাম নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছি! এবং না আমার অবস্থার মাঝে কোনো পরিবর্তন এনেছি।

দীনের সাহায্যকে ছেড়ে দেওয়া কোনো ছোট ব্যাপার ছিল না। কাব ﷺ র এ কথার উত্তরে রাসুল ﷺ চূড়ান্ত ও দ্ব্যর্থহীনভাবে কঠিন প্রশ্নটিই যেনো ছুড়ে দিলেন, ما خلّفك؟ কোন জিনিস তোমাকে পেছনে রেখেছে?

এ প্রশ্নটি আজও জিহাদ পরিত্যাগকারীদের করা চাই যে ما خلّفك؟ 'তোমাকে কোন জিনিস পেছনে বসিয়ে রেখেছে?' আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের আলেমদের বক্ষকে এই বিষয়ের জন্য উন্মুক্ত করে দিন। তারা যেন আমাদের আসলাফদের সীরাত থেকে সবক গ্রহণ করেন এবং উম্মাহকে জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার ফতওয়া দেন!

উলামায়ে সালাফ এ বিষয়ে একমত যে, জিহাদ কোন কোন পরিস্থিতিতে ফরজে আইন হয়ে যায়। যার মধ্যে প্রথম পরিস্থিতি হলো, শত্রুরা ইসলামী ভূখণ্ডে প্রবেশ করা। অথচ আজ শত্রুরা ইসলামী ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে কয়েক দশক হয়ে গেছে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

দীনের সাহায্য কে করবে? যদি আমরা প্রত্যেকেই ওজর পেশ করে বসে থাকি, তাহলে এ মহান দায়িত্ব কে আঞ্জাম দেবে? আল্লাহ তাআলার দীনের ওপর কি এভাবেই হামলা হতে থাকবে আর আমরা এর জবাব না দিয়ে বসে থাকবো? বরং আমাদের কর্তব্য হলো, নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে আমরা ফিরে আসবো এবং আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়াতাআলার অনুগ্রহে হককে প্রতিষ্ঠিত করেই তবে ক্ষান্ত হবো।

ভুলের ক্ষেত্রে মুমিনের বৈশিষ্ট্য গোড়ামী বা অহেতুক বাক্য খরচ নয়; বরং ভুল স্বীকার করে নেয়া।

কাব ও নিজের ভুল স্পষ্টভাবে স্বীকারোক্তির মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য শিক্ষণীয় অনেক বিষয় রয়েছে। তাঁর বক্তব্য লক্ষ্য করুন, তিনি বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি যদি আপনার পরিবর্তে দুনিয়ার অন্যকোনো ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে আমি যে কোনোভাবে উজর পেশ করে তার ক্রোধ থেকে বেঁচে যেতাম। কারণ, আমি বাকবিতণ্ডায় বেশ পটু।'

বর্তমানেও অসংখ্য লোক দলিল প্রমাণহীন তর্কাতর্কির অনেক দক্ষতা রাখে। কিতাবুল্লাহ এবং রাসুল এর সুন্নাহর স্পষ্ট ভাষ্যকে আসল ও সঠিক অর্থ থেকে সরিয়ে দেয়। আর বলে, এখনোও জিহাদের সময় আসেনি। আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি এখনও সময় না আসে তাহলে কবে আসবে? একসময়ের ইসলামী রাষ্ট্র স্পেন আমাদের হাত ছাড়া হয়েছে পাঁচ শতাব্দীর বেশি হয়েছে। তবুও কি তা উদ্ধার করার সময় আসেনি। মূলত এসব লোক সর্বদা স্পষ্ট আয়াত ও হাদীসকে অস্পষ্ট অর্থের দিকে ফিরিয়ে বলে—এখনো জিহাদের সময় আসেনি।

জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

তবে কি জিহাদের এসব আয়াত এবং বিধি-বিধান এজন্য অবতীর্ণ হয়েছিলো যে, এগুলোকে তার আসল ও সঠিক অর্থ থেকে সরিয়ে অস্পষ্ট এবং অর্থহীন করে দেয়া হবে? এটা তো সেই মহান ইবাদত যার মাধ্যমে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত লোকদেরকে স্বীয় রবের ইবাদতে ফিরিয়ে আনা হবে। যেমন সহীহাইনের বর্ণনায় এসেছে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

'আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবো যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসুল। এবং যতক্ষণ না তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত প্রদান করবে।'[১০]

যেখানে রাসুল ﷺ কে রবের ইবাদত ব্যাপক করার জন্য কিতালের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, সেখানে আমরা কিভাবে রাসুল ﷺ এর এ কর্মপদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে লোকদেরকে ইবাদতের দিকে নিয়ে আসবো?! যখন মুসলিম দেশগুলোতে চলছে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার সয়লাব। প্রকাশ্যে অস্বীকার করা হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ﷺ কে।

---

১০. বুখারী : ২৫

সুতরাং এসব ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক থেকে বিরত থাকুন এবং মানুষকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে সালাফের পথ অনুসরণ করা উচিৎ যাদের নেতা ও সর্দার স্বয়ং রাসুল ﷺ।

নিজের ভুল স্বীকার
প্রভুর ক্রোধ থেকে বাঁচার উপায়

কাব رضي الله عنه বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কসম! যদি আমি আপনাকে ছাড়া অন্য কারো সামনে বসতাম তবে কোনো উজর পেশ করে তার ক্রোধ থেকে বেঁচে যেতাম। কেননা আমি কথাবার্তায় বেশ পটু। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি জানি, যদি কোনো মিথ্যা বলে আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি, তবে আল্লাহ তাআলা আপনাকে অচিরেই আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করে দেবেন।'

আজকে যখন আপনার কাছে আপনার কোনো ভাই জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কেনো জিহাদে বের হচ্ছো না? তখন আপনার নফস আপনাকে ধোঁকায় ফেলে দেয় এবং আপনি নিজের ভুল স্বীকারের পরিবর্তে সেই ভাইকে মিথ্যা বাহানা শুনিয়ে শুনিয়ে শান্ত করেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনের অসহযোগিতার কারণে আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনসাধারণকে আপনার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করে দেবেন এবং নিশ্চয়ই তিনি সর্বময় ক্ষমতাবান।

কাব رضي الله عنه বলেন, 'যদি আমি রাসুল ﷺ কে মিথ্যা বলে দিই এবং তিনি ঐ সময় আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। কিন্তু

অচিরেই আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সা. কে আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর যদি নবী কারীম ﷺ এর কাছে সত্য বলার কারণে তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, সেক্ষেত্রে আমার আশা হলো যে, আল্লাহ তাআলা এর পরিণাম কল্যাণকর করবেন।'

সত্যবাদী উলামাদের কর্মরীতি

আজ থেকে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বের কথা, যখন আমি আমাদের আলেম এবং মাশাইখগণের খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার দাওয়াত দিতাম। সেই সময় রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনা হয়ে গিয়েছিলো। সেসব আলেমদের মধ্যে অনেকেই এমন ছিলেন যারা জবাবে অসংখ্য ওজর-আপত্তি পেশ করতেন। তাদের মধ্যে অল্প ক'জনই এমন ছিলেন যারা কাব বিন মালিক رضي الله عنه এর মানহাজ-রীতির নিকটবর্তী ছিলেন। আমি অধিকাংশ সময় তাঁদের কারও কারও এ উক্তি বর্ণনা করে থাকি, 'হে আবু হামজা! আল্লাহ প্রদত্ত পুণ্যময় এপথে অবিচল থাকবে! যে পথে তুমি চলছো তা সত্য ও সঠিক পথ। আমাদের ব্যাপার হলো, আমরা কখনো এপথে চলে দেখিনি। এজন্যই এই পথকে ভয় পাই, কিন্তু আমরা কখনো তার বিরোধিতা করি না এবং সর্বদাই মানুষ অজানা বিষয়কে ভয় করে থাকে।'

মূলত এই আলিমগণ জিহাদের ইবাদতের সাথে একেবারে অপরিচিত ছিলেন। কেননা দীর্ঘ কয়েক দশক পর্যন্ত

মানুষের মধ্যে এই মুবারক জিহাদের চর্চা ছিলো না বিধায় একে তারা ভয় পেতে শুরু করেছে।

ভুল স্বীকার

অতঃপর কাব ؓ বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমার কোনো ওজর ছিলোনা।'

তিনি আল্লাহর কসম করে বলছেন, তাঁর কোনো ওজর ছিলোনা। আজও যারা কাব ؓ র মানহাজ ও নীতির অনুসরণের দাবি করে, তাদের আসলে কোনো ওজর নেই।

তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমার কোনো ওজর ছিলোনা। আল্লাহর কসম! আমি ইতোপূর্বে কখনোই এতো পরিমাণ সম্পদের অধিকারী ও শক্তিশালী ছিলাম না যেমনটা এবার আপনার থেকে পেছনে রয়ে যাবার সময় ছিলাম।'

রাসুল ﷺ বললেন, اما هذا فقد صدق 'এ সত্যই বলেছে।'

নফস সর্বদা মিথ্যার প্রতি প্ররোচিত করে থাকে

কাব বিন মালিক ؓ র প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছিলো যে, তিনি সত্য বলার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'যখন রাসুল ﷺ এর জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে আসার সংবাদ পেলাম, তখন আমি বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা বানাতে শুরু করেছিলাম।'

মানুষের স্বভাব বুঝার ক্ষেত্রে কাব ﵁ র এই স্বীকারোক্তির বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূণ।

আজকাল অধিকাংশ লোকের অবস্থা এই যে, তারা অন্যদের সামনে নিষ্পাপ সেজে বলে, আপনি প্রকৃত ব্যাপার জানেন না! আমার ব্যাপার জিহাদ থেকে পলায়ন নয়! বরং বাস্তবে যদি এ সময়ে জিহাদের গুরুত্ব থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই বেরিয়ে পড়তাম।

এই মহান সাহাবী যিনি অগ্রগামী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সহীহাইনের উক্ত হাদীসে তাকে স্পষ্টভাবে এ স্বীকার করতে দেখা যায় যে, তিনিও সেই নফসানি আকর্ষণের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। মানুষকে ঘায়েল করার জন্য নফসের অনেক অস্ত্র আছে। আর শয়তান তো বনী আদমের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে। আল্লাহ তাআলার কাছে শয়তানের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আল্লাহ তাআলার তাওফিকে কাব ﵁ সততার প্রতিজ্ঞা করেছেন। যা পরিশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহে তাঁর মুক্তির কারণ হয়েছে। যার আলোচনা আমরা ইনশাআল্লাহ সামনে করবো।

সত্য পথের একটি বড় বাধা সামাজিক চাপ

কাব ﵁ বলেন, 'যখন আমি রাসুল ﷺ এর কাছ থেকে বের হলাম তখন আমার গোত্র বনু সালামার কিছু লোক এসে

আমাকে তিরস্কার করতে লাগলো।' তারা তাঁকে এ বলে তিরস্কার করছিলো, তুমি ভুল স্বীকার করতে গেলে কেনো? যদি তুমি কোনো উজর পেশ করতে তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর রাসুলের ক্ষমা প্রার্থনা করাই যথেষ্ট হয়ে যেতো।

তিনি বলেন, 'তারা আমাকে ক্রমাগত তিরস্কার করছিলো, এমনকি এক পর্যায়ে আমি ইরাদা করে ফেললাম যে, দ্বিতীয় বার নবী ﷺ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে পূর্বের কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবো।'

চিন্তা করুন, মানবীয় আত্মার এই স্বভাবজাত দুর্বলতা একজন সাহাবীকেও প্ররোচিত করেছে। সমাজ, পরিবার-পরিজন এবং আশ-পাশের চাপ এতো কঠিন হয়ে থাকে যে, কখনও কখনও সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم এর মতো নির্বাচিত ব্যক্তিগণও সাময়িকভাবে এর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। অতএব ভাবুন যে, বর্তমানে এ চাপ কতো কঠিন হবে? যখন পরিস্থিতি একেবারে পাল্টে গেছে। লোকদের অধিকাংশই জিহাদ ছেড়ে বসে আছে। তবে এই পরিস্থিতিতেও একটি দল এমন আছে যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর রাহে জিহাদের তাওফিক দান করেছেন। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি আমাদের অবিচলতা দান করুন। আর যখন আমরা আমাদের মালিকের সাথে মিলিত হবো তখন তিনি আমাদের প্রতি যেনো সন্তুষ্ট থাকেন।

কাব رضي الله عنه র অন্য দুই সাথীর আচরণ

কাব رضي الله عنه বলেন, অতঃপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, অন্য কারো সাথেও কি এমন আচরণ হয়েছে যা আমার সাথে হয়েছে?

তখন তারা বললো, 'হ্যাঁ, তোমার সাথে আরো দুজন লোক রয়েছে। তারাও তেমনি বলেছে যা তুমি বলেছো। আর তাদের তা-ই বলা হয়েছে যা তোমাকে বলা হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'তারা দুজন মুরারা বিন রাবী رضي الله عنه এবং হিলাল বিন উমাইয়া رضي الله عنه। যারা সত্যবাদী মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে শরিক ছিলেন। এটা শুনে আমি প্রশান্তি লাভ করলাম এবং আমি আমার পূর্বের অবস্থানে অবিচল রইলাম।'

শুধুমাত্র একটি যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে সম্পর্ক ছিন্ন

অতঃপর সম্পর্ক ছিন্ন এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার নির্দেশও এসে গেলো। শুধু একটিবার দীনের সাহায্য ত্যাগ করার কারণে। তিনি বলেন, 'আমার সামনে সমগ্র পৃথিবী সম্পূর্ণ পাল্টে গেলো। এটা যেনো সেই পৃথিবী নয় যাকে আমি চিনতাম। এমনকি নিজের কাছেই নিজেকে কেমন অপরিচিত মনে হলো।'

আল্লাহর বান্দারা, একটু ভাবুন! এই জিহাদ পরিত্যাগ করার কারণে কে তাঁর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করছে? সাইয়িদুনা রাসুলুল্লাহ ﷺ যদি কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান তাহলে আসমান-জমিনের মালিক ও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। এটা কতো গুরুতর ব্যাপার!

জনবল বৃদ্ধি নয়, ফরজ আদায়ই কাম্য

ত্রিশ হাজারের বাহিনী থেকে মাত্র তিনজন পশ্চাতে থেকে যাওয়াও কি জনবলের দিক থেকে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে? কিন্তু কথা আসলে অন্তরাত্মার, প্রকৃত ব্যাপার ঈমানের! এ অন্তর কিভাবে দীনের সাহায্য পরিত্যাগ করে হাতগুটিয়ে বসে থাকতে প্রস্তুত হয়ে গেলো? তাদের পেছনে থেকে যাওয়া বাহিনীতে কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা, সেটা কোনো বিষয় নয়।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আমানত এবং ফরজ বিধান আরোপ করেছেন যা আদায় করা আপনার অবশ্য কর্তব্য।

অতঃপর সাহাবী কাব বিন মালিক রাযি. র সাথে সম্পর্ক ছিন্নের নির্দেশ এসে গেলো। ফলে চেনা পৃথিবী তার কাছে অচেনা হয়ে গেলো। এমনকি নিজের কাছে নিজে যেনো অপরিচিত হয়ে গেলেন তিনি।

তিনি বলেন, 'এদিকে আমার সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক ছিন্নের ব্যাপারটি দীর্ঘতর হচ্ছিলো। হঠাৎ একদিন গাসসানের বাদশাহর পক্ষ থেকে এক দূত আমার কাছে এলো।'

আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন, গাসসানবাসীরা কাইলা বংশোদ্ভূত, আওস, খাজরাজ এবং তাদের মাঝে বংশীয় সম্পর্ক ছিলো। কারণ, তাদের মা এক ও অভিন্ন। সুতরাং গাসসান এলাকায় এই সংবাদ পৌঁছে গেলে তাদের বাদশা এ মর্মে সংবাদ পাঠালো, 'আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন। আমরা সম্পদ দিয়ে আপনার সহযোগিতা করবো। লাঞ্ছনা ও অপমানের ভূমি ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসুন।'

তিনি বলেন, 'কাফের মুশরিকরাও আমার ব্যাপারে ঘৃণ্য আশা করতে শুরু করেছিলো।'

জিহাদ পরিত্যাগকারীদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। এমনকি গাদ্দার ও দাসানুদাস শাসকবর্গও তাদের কাছে মন্দ আশা করে। দীনের সাহায্য থেকে তাদেরকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾

'তোমরা জালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। নতুবা তোমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে।'[১১]

---

১১. সুরা হুদ : ১১৩

তিনি বলেন, আমি গাসসান শাসকের সেই পত্র চুলোয় নিক্ষেপ করি।

ঈমান ও জিহাদের সম্পর্ক নিবিড়

যখন পরিস্থিতি আরো সংকীর্ণ হয়ে যায় সেই সময়ের কথা বলেন, 'আমি আমার চাচাত ভাই আবু কাতাদা ﷺ র বাগানে দেয়াল টপকে প্রবেশ করলাম। তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিলেন। আমি তাকে বললাম, হে আবু কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানোনা যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা. কে ভালোবাসি?

আল্লাহর বান্দারা! ঈমান ও জিহাদের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে চিন্তা করুন।

পৃথিবী তাঁর জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেলো। নিজেকে তাঁর কাছে অপরিচিত মনে হলো। এখন নিজের চাচাত ভাইয়ের পক্ষ থেকেও বিমুখতা প্রদর্শন। এমনিতেই যখন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসুল ﷺ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়েছেন, তখন কিভাবে সম্ভব যে, পৃথিবী তার জন্য প্রশস্ত থাকবে? কিভাবে তাঁর আত্মা নিশ্চিন্ত থাকবে?

তিনি চাচ্ছিলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ﷺ এর ভালোবাসার ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভ করবেন। এজন্য তিনি আবু কাতাদা ﷺ কে বললেন, হে আবু কাতাদা!

আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানো না, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ কে ভালোবাসি?

জিহাদ পরিত্যাগের পর ভালবাসার দাবিও সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায়

আল্লাহু আকবার! দীনের সাহায্য ছেড়ে পশ্চাতে বসে থাকা কতো বড় অপরাধ। একটু চিন্তা করুন! আমাদের অন্তরের নূর কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' র কারণে নয়? এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, আমরা দীনের সাহায্য ছেড়ে মহিলদের সাথে বসে থাকবো। আবার এ কল্পনাও করতে থাকবো যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ কে ভালোবাসি? কাব রাঃ বলেন, 'তিনি আমাকে কোনো জবাব দিলেন না।'

কেননা, সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা ছিলো। সম্পর্ক ছিন্নের ব্যাপারটি এতো কঠিন ছিলো যে, তিনি এই ঘটনার শুরুতে বলেন, 'আমি তাকে সালাম দিলাম কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব পর্যন্ত দিলেন না।'

সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তি আবু কাতাদা রাঃ তার সালামের উত্তর দিচ্ছেন না এরচেয়ে কঠিন বিষয় আর কী আছে? তবে তাঁর এই সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্ত ছিলো আল্লাহর সাহায্য পরিত্যাগের শাস্তি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। অবশ্য পরবর্তিতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্বীয় রহমত দ্বারা ঢেকে নিয়েছেন। তাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং

তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। কাব ﵁ বলেন, 'আমি তাকে দ্বিতীয় বার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ﷺ কে ভালোবাসি? তিনি তখনও কোনো জবাব দিলেন না। অতঃপর আমি তৃতীয় বার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি জানো না, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ কে ভালোবাসি? তখন তিনি জবাব দিলেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল-ই ভালো জানেন।'

কাব ﵁ বলেন, 'একথা শুনে আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম আর আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিলো।'

তিনি কান্না শুরু করলেন। কারণ, মুমিনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ এর প্রতি ঈমান এবং তাঁদের প্রতি ভালোবাসা। অথচ এ ব্যাপারে তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাথীও সত্যায়ন করতে অস্বীকার করলো। তাহলে আর কী মূল্য থাকে এ জীবনের? আবু কাতাদা ﵁ কাব ﵁ র কথাকে না সত্যায়ন করলেন না অস্বীকার করলেন। বরং বললেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল-ই ভালো জানেন।'

স্ত্রীদের থেকে আলাদা হওয়ার নির্দেশ এবং কাব ﵁ র অনুপম আনুগত্য

এরপর কাব ﵁ বলেন, যখন এই বয়কট অবস্থার চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলো, তখন রাসুল ﷺ এর বার্তাবাহক এসে বললো, 'আল্লাহর রাসুল ﷺ তোমাদের নির্দেশ

দিচ্ছেন যে, তোমরা তোমাদের বিবিদের থেকে আলাদা হয়ে যাও!'

আল্লাহর বান্দাগণ! চিন্তা করুন, পার্থিব জীবনে মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু তার ঘর এবং তার স্ত্রী হয়ে থাকে। এখন তাঁর জীবনসঙ্গিনী স্ত্রী থেকেও আলাদা হওয়ার নির্দেশ এসে গেলো। কিন্তু এই কঠিন নির্দেশের সামনে কাব ﵁ র নির্বিবাদ আনুগত্য এ বাস্তবতাই স্পষ্ট করে যে, জীবিত আত্মার ওপর যদি কখনও উদাসীনতার পর্দাও পড়ে যায়, তখন সাথে সাথে তার স্মৃতি জেগে ওঠে এবং সে সত্যের দিকে ফিরে আসে। দীনের সাহায্য পরিত্যাগের অপরাধবোধ তার মাঝে তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে। কাব ﵁ আগবেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তালাক দিয়ে দেবো না কী করবো? অর্থাৎ, তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির জন্য নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন। বার্তাবাহক জানালেন যে, 'না, তার নিকটে যাওয়ার অনুমতি নেই।'

সুতরাং কাব ﵁ তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি তোমার পরিবারের নিকট চলে যাও, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা আমাদের এ ব্যাপারে কোনা ফায়সালা করে দেন।'

আল্লাহ তাআলার কালাম এবং তাঁর রাসুল ﷺ এর মুবারক সুন্নাহর ভিত্তিতেই আমরা নিজেদের স্ত্রীদেরকে হালাল করেছি। আমাদের রব তাদেরকে আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾

‘এবং তাঁর নিদর্শনাবলী থেকে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তিতে থাকতে পারো।’[১২]

স্ত্রীলোক তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ নিয়ামত। কারণ তার গঠন-প্রকৃতি ও বন্ধনে রয়েছে এক ধরণের স্বস্তি, প্রশান্তি ও ভালোবাসা। সুতরাং কিভাবে তুমি দীনের সাহায্য ত্যাগ করতে পারো, অথচ এর উসিলায়ই তোমার ওপর আল্লাহর নিয়ামত বর্ষিত হয়? কিভাবে তোমার রবের দীনের সাহায্য ত্যাগ করো, যিনি তোমাকে শূন্য থেকে অস্তিত্বে এনেছেন?!

বার্ধক্য সত্ত্বেও শাস্তিতে ছাড় দেয়া হয়নি!

কাব ﷺ বলেন, আমি জোয়ান ছিলাম, আর আমার অপর দুই সাথী তো একেবারে বেহাল অবস্থায় ঘরে বসে বসে ক্রমাগত কান্নাকাটি করছিলেন।’

যে হৃদয় জাগ্রত, তাকে যখন স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তখন তা জাগ্রত হয়ে যায়। নিজের ভুল থেকে ফিরে আসার প্রাণান্তকর চেষ্টা করে। এই ফিরে আসার উদগ্র বাসনায়-ই তাঁরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত ক্রন্দন করেছেন। অতঃপর তাদের কাছে বার্তা পাঠানো হয় যে, ‘স্ত্রীদের থেকে পৃথক হয়ে যাও।’

---

১২. সুরা হুদ : ১১৩

তখন হেলাল ইবনে উমাইয়া ﷺ র স্ত্রী রাসুল ﷺ এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! হেলাল তো অতিশয় বৃদ্ধ মানুষ। আপনি কি অপছন্দ করবেন যদি আমি তার খেদমত করি?

আল্লাহর বান্দারা! চিন্তা করুন, তিনি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন এবং বয়সের ভারে ছিলেন দুর্বল। কিন্তু এই বার্ধক্য সত্ত্বেও যখন তিনি জিহাদের ময়দান থেকে পশ্চাতে ছিলেন তখন তাঁকে পূর্ণ শাস্তি দেয়া হয়েছে। কেননা তিনি এই সক্ষমতা তো রাখতেন, ময়দানে বের হয়ে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন এবং মুজাহিদীনের মাল-সামগ্রীর হেফাজত করবেন।

রাসুল ﷺ তাঁর স্ত্রীকে জবাবে বললেন, 'খেদমত অপছন্দ করিনা, তবে সে যেনো তোমার কাছে না আসে।' তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! তার মাঝে তো (বার্ধক্যের কারণে) পূর্ব থেকে এমন কোনো চাহিদা নেই।'

তরুণ ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন। হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনাদের এমন কী ওজর আছে, যার কারণে দীনের সাহায্য ছেড়ে বসে আছেন? অথচ বয়োবৃদ্ধ আল্লাহর রাসুলের সাহাবীরকে কোনো ছাড় দেয়া হয়নি। অথচ আল্লাহ আপনাদেরকে সুস্থতা, দৃষ্টিশক্তি, বিবেক এবং সম্পদ—সকল নিয়ামত দ্বারা ভরপুর করে রেখেছেন।

আপনারা দুনিয়াবি ধান্ধার জন্য যখন সারা দুনিয়া চষে বেড়াতে পারেন, তাহলে নিজের রব ও মালিকের দীনের সাহায্যের জন্য ঘর থেকে বের হতে পারবেন না কেনো? হঠাৎ মৃত্যু চলে আসার আগেই নিজের যৌবন, সুস্থতা সম্পদ এবং জীবনকে গনিমত মনে করুন।

পশ্চাতে থেকে যাওয়ার কারণে অঝোর ধারায় কান্না

এরপর কাব ﷺ বলেন, হিলাল ﷺ র স্ত্রী নবী কারীম ﷺ কে বললেন, 'আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসুল! যেদিন থেকে তাঁর এ ঘটনা ঘটেছে, সেদিন থেকেই তিনি ঘরে বসে অনবরত ক্রন্দন করছেন।'

অন্যায় ও পাপকর্ম পরিশুদ্ধ আত্মাকে হত্যা করে। আর চোখের পানি পাপরাশিকে ধুয়ে ফেলে। তাবুক যুদ্ধের যাত্রাকালে কিছু গরীব সাহাবী রাসুল ﷺ এর কাছে আসলেন এবং যুদ্ধে যাবার জন্য বাহনের আবদার করলেন। কিন্তু রাসুল ﷺ এর কাছে এমন কোনো বাহন ছিলো না, যাতে তাদেরকে আরোহন করাবেন। তাই রাসুল ﷺ যখন তাদের কাছে ওজর পেশ করলেন, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর কিতাবে তাদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন,

﴿تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾

'তাঁরা অশ্রুবিগলিত চোখে ফিরে গেলো এ দুঃখে যে, তাদের কাছে আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য কিছু ছিলোনা।'[১৩]

শুধু একটি যুদ্ধে চেষ্টা সত্ত্বেও যেতে না পেরে যদি সাহাবীদের এই অবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাহলে তাদের কত বেশি কাঁদা উচিৎ যাদের দুই পা কবরে চলে গেছে, কিন্তু তারা না কখনো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার পথে কোনো যুদ্ধে শামিল হয়েছে, না মুসলমানদের বিপদ-আপদে অশ্রু ঝরিয়েছে। না এসব বিপদ আপদের কারণে কখনো তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়েছে! ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

ধন্য আপনি হে কাব!

কাব ﷺ বলেন, আমি এই অবস্থায়ই ছিলাম, ইতোমধ্যে এক ব্যক্তিকে উচ্চ আওয়াজে বলতে শুনলাম, ابشر يا كعب হে কাব! সুসংবাদ গ্রহণ করো।

যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ওপর তাঁদের তাওবা কবুলের আয়াত নাযিল হলো, তখন সাথে সাথে এক সাহাবী ﷺ 'সালা' পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং সুউচ্চ কণ্ঠে কাব ﷺ কে এই সুসংবাদ দিতে লাগলেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর তওবা কবুল করে নিয়েছেন।

---

১৩. সুরা রূম : ২১

তিনি বলেন, আমি তাওবা কবুলের আনন্দে অশ্রুবিগলিত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম।' এক সাহাবী ﷺ তাঁর দিকে ঘোড়া ছুটালেন এবং অন্যরা সুসংবাদ দেওয়ার জন্য দৌড়ে ছুটে আসেন। এই ছিলো সাহাবায়ে কেরাম ﷺ এর নিজের ভাইয়ের তাওবা কবুল হওয়ার আনন্দের বহিঃপ্রকাশ!

নবী ﷺ এর মজলিসে উপস্থিতি

তিনি বলেন, 'যখন সে সুসংবাদদাতা আমার কাছে পৌঁছলো—যার আওয়াজ আমি শুনেছিলাম—তখন তাকে আমার কাপড় দুটি খুলে দিয়ে দিলাম এবং এক প্রতিবেশী থেকে পোশাক ধার নিয়ে রাসুল ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হলাম। আল্লাহর কসম! সেদিন আমি এই একটি পোশাক ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর মালিক ছিলাম না।'

একটু লক্ষ্য করুন নিজেদের সলাফদের দিকে!

কাব ﷺ বলেন, 'লোকেরা দলে দলে আমাকে মুবারকবাদ জানাচ্ছিলো। সর্বপ্রথম তালহা বিন উবাইদুল্লাহ ﷺ ছুটে এসে আমার সাথে মুসাফা করে আমাকে মুবারকবাদ জানালেন।'

কাব ﷺ সাইয়িদুনা তালহা ﷺ র এই আচরণ সারা জীবন স্মরণ রেখেছেন।

অতঃপর তিনি বলেন, 'আমি উপস্থিত হয়ে রাসুল ﷺ কে সালাম দিলাম। তখন রাসুল ﷺ এর চেহারা মুবারক খুশিতে ঝলমল করছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! তাওবা কবুলের বিষয়টি আপনার পক্ষ থেকে, নাকি আল্লাহ তাআলার পক্ষ্য থেকে? রাসুল ﷺ বললেন, 'না, বরং মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে।'

তাওবার গুরুত্ব

কাব رضي الله عنه আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার তাওবা এটা ব্যতিত পূর্ণ হবেনা যে, আমি নিজের সমুদয় সম্পদ থেকে রিক্তহস্ত হবো এবং এগুলো আল্লাহর রাহে সদকা করে দেবো।'

রাসুল ﷺ বললেন, 'এক তৃতীয়াংশ সম্পদ সদকা করা তোমার জন্য যথেষ্ট।'

এই ঘটনা থেকে সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم র জীবনে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর গুরুত্ব আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। কাব رضي الله عنه প্রায় সব যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন। শুধুমাত্র একবার পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি কাফফারাস্বরুপ সমস্ত সম্পদ সদকা করে দিতে চেয়েছেন!

আজ আপনার সমুদয় সম্পদও চাওয়া হচ্ছেনা। অথচ তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলারই সম্পদ! সুতরাং সুযোগের এই মুহূর্তগুলোকে গনিমত মনে করে আল্লাহর রাহে বেরিয়ে পড়ুন। মৃত্যু আসার পূর্বেই সুযোগের

সদ্ব্যবহার করুন। অতীত জীবনে ধোঁকায় পড়েছিলেন—এ অনুভূতি হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ুন।

জিহাদের পথে অতিবাহিত হওয়া মুহূর্ত

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

قِيَامُ سَاعَةٍ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ سِتِّينَ سَنَةٍ

'আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের কাতারে এক মুহূর্ত অবস্থান করা ষাট বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম।'[১৪]

হে তরুণ! দীনের সাহায্যে ইহুদী-খ্রিষ্টান ও তাদের এজেন্টদের বিরুদ্ধে কিছু সময় জিহাদের ময়দানে যেতে পারো। আল্লাহর মেহেরবানিতে এখনও পথ খোলা। প্রশিক্ষণ প্রস্তুতিও সহজ। অথচ তুমি বসে আছো। এরচেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর হতে পারে?

এই ফজিলত তো ফরজে কেফায়া অবস্থায়। অথচ আজকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের ওপর ফরজে আইন হয়ে রয়েছে।

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

رباط شهر خير من صيام دهر

'এক মাস রিবাত করা (ইসলামী ভূখণ্ডের সীমানা পাহারা দেয়া) সারা জীবন রোজা রাখার চেয়ে উত্তম।'[১৫]

---

১৪. কানযুল উম্মাল : ১০৬০৯
১৫. কানযুল উম্মাল : ১০৫১২

সুতরাং জিহাদের এই ফজিলত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বড় দয়া ও অনুগ্রহ। শুধু মাত্র নির্বোধরাই এই ফজিলত থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

সত্যের মাঝেই মুক্তি

অতঃপর কাব ﷺ বলেন, 'আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি খায়বারে প্রাপ্ত গনিমত রেখে দিচ্ছি (এবং অবশিষ্ট সম্পদ সদকা করে দিচ্ছি) আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে সত্য বলার কারণে মুক্তি দিয়েছেন। এজন্য আমার তাওবা কবুল হওয়ার দাবি এটাও যে, আমি ভবিষ্যতে সর্বদা সত্যের ওপর অবিচল থাকবো।'

এখানে তিনি নিজের ওপর আল্লাহ তাআলার এই অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে সত্য বলার তাওফিক দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা তাঁর প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিরাট অনুগ্রহ ছিলো এবং এই সততাই তাঁকে ধ্বংসের খাদ থেকে রক্ষা করেছে। যে খাদে অন্যরা পতিত হয়েছে। সেসব মিথ্যা প্রলাপকারীদের ব্যাপারে তো আল্লাহ তাআলা এমন কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন যা অন্য কারো জন্য ব্যবহার করেননি। কেননা, এরা দীনের সাহায্য পরিত্যাগ করে পেছনে রয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুরা তাওবার আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের অবস্থা, বৈশিষ্ট্য

কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রেখেছেন। এবং তাদের নিফাক, কপটতার গোপন রহস্য প্রকাশ করে দিয়েছেন। তাই এ সুরাটি চিন্তা-ফিকিরের সাথে পাঠ করা আবশ্যক।

জিহাদের আয়াতগুলো

ভাবনার দ্বার উন্মোচনকারী

আমাদের প্রত্যেকেরই উচিৎ কুরআনে হাকীম, বিশেষত জিহাদ ও যুদ্ধের আয়াতের সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করা। এই আয়াতগুলো পাঠের সময় লক্ষ্য করা উচিৎ যে, আমি কি মুহাম্মাদ ﷺ এর তরিকার ওপর আছি, না তাঁর তরিকা-মানহাজ থেকে দূরে সরে জিহাদ ত্যাগকারীদের দলে চলে গিয়েছি। সর্বাবস্থায় নেক কাজের তাওফিক এবং মন্দ কাজ থেকে বাঁচার তাওফিক তো আল্লাহ তাআলারই পক্ষ থেকে হয়।

বিত্তবান মুনাফিকদের চিত্র

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য থেকে সর্তক করে বলেন,

﴿وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾

'এবং যখন কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় এ মর্মে যে, আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করো এবং তাঁর রাসুলের সঙ্গে

জিহাদ করো, তখন তাদের বিত্তবান লোকেরা আপনার কাছে (জিহাদে না যাওয়ার) অনুমতি চায় এবং বলে, আমাদেরকে ওজরগ্রস্তদের সাথে থাকতে দিন।'[১৬]

বিত্তবান ভাইয়েরা! যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ, সুস্থতা, শক্তি, বিবেক, দৃষ্টিশক্তি তথা সকল নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন, তাদের উচিৎ—ওজরগ্রস্তদের দলভুক্ত না হওয়া।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾

'তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে।'[১৭]

এইসব লোকেরা মহিলাদের মতো হাতগুটিয়ে বসে থ াকাকে বেছে নিয়েছে। অথচ মহিলাদের ওপর স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরজ নয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মোবারক বাণী অনুযায়ী তাদের ওপর এমন জিহাদ রয়েছে যাতে অস্ত্র ব্যবহার লাগেনা অর্থাৎ, হজ্জ। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের থেকে শুধুমাত্র ইসলামের ওপর বাইয়াত নিতেন। মহিলা এবং গোলামদের থেকে নবীজী ﷺ শুধুমাত্র ইসলামের ওপর বাইয়াত নিতেন। পক্ষান্তরে স্বাধীন পুরুষদের থেকে ইসলাম এবং জিহাদ উভয়ের ওপর বাইয়াত নিতেন।

---

১৬. কানযুল উম্মাল : ১০৫১২
১৭. সুরা তাওবা : ৮৬

সুতরাং আপনিও যদি ঘরে বসে থাকেন, তাহলে আপনার আর নারীদের মাঝে পার্থক্য কোথায় ?

কোথায় সাদ ও মুসান্না ﵄ র উত্তরসূরীরা?

আরব ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষার জন্য এবং সাদ ও মুসান্নার উত্তরসূরীদের রক্ষার জন্য আমরা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের জাজিরাতুল আরবে নিয়ে এসেছি। এমনকি তাদের নারীদেরকেও নিয়ে এসেছি। তবে কি জাজিরাতুল আরবে কোনো পুরুষ নেই? আল্লাহর শপথ! জাহিলিয়াতের যুগেও আমাদের পূর্বপুরুষরা এমন লাঞ্ছনা সহ্য করেনি। কিন্তু আজ আমরা এটা মেনে নিয়েছি। অথচ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ মহান দীন ও সিরাতে মুস্তাকিম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। উম্মাহর এ করুণ পরিণতি ও দুর্দশার অভিযোগ আল্লাহর কাছেই পেশ করছি।

মুমিন ও মুনাফিকদের অবস্থান এক মেরুতে নয়

মুনাফিকদের এসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো, আমরা যেনো তা থেকে বেঁচে থাকতে পারি। কুরআনে হাকীমে তাদের এই অবস্থাকে 'রিজা' তথা সন্তুষ্টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾

‘তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। এবং মোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের ওপর। বস্তুত তারা বোঝে না।’[১৮]

আল্লাহ তাআলা এরপর সত্যিকার ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন,

﴿لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

‘কিন্তু রাসুল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তাঁর সাথে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও মালের দ্বারা। তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে।’[১৯]

আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের সফলতা এবং তাদের পথ-পদ্ধতিকে সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষী দিচ্ছেন। সুতরাং আপনি রাসুল ﷺ এবং সালাফের অনুসারী হয়ে থাকলে আপনার পথও এটাই। এই পথ উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। এখানে মুমিনদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পেছনে রয়ে যাওয়াদের সাথে বসে থাকার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা সঠিক পথ বর্ণনা করে বলেন,

---

১৮. সুরা তাওবা : ৮৭
১৯. সুরা তাওবা : ৮৮

﴿لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾

'কিন্তু রাসুল ﷺ এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে।'[২০]

অর্থাৎ, যদি আপনি মুহাম্মদ ﷺ এবং সালাফদের সত্যিকার অনুসরণকারী হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের পথ জেনে নিন। তাঁরা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করেছেন। جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ 'তারা নিজেদের সম্পদ, জীবনসহ জিহাদ করেছেন।'

পক্ষান্তরে মুনাফিকরা পশ্চাতে বসে রয়েছে, তাদের নফস তাদেরকে প্রতারণায় ডুবিয়ে রেখেছে এবং তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সাথে মিথ্যা বলেছে।

আমি জিহাদে না যাওয়া এবং মিথ্যা বলা, দুই গুনাহ একত্র করতে পারবো না

কাব (রা.) বলেন, তিনি এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট কৃতজ্ঞ যে, তার সাথে সে আচরণ করা হয়নি যা মুনাফিকদের সাথে করা হয়েছে। যদি তিনিও অন্যদের মতো মিথ্যা বলতেন তাহলে ধ্বংস হয়ে যেতেন। ইতোপূর্বে যখন তাকে বলা হয়েছিলো যে, কোনো বাহানা পেশ করো। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা তোমার ক্ষমা লাভ হয়ে যাবে। তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি

---

২০. সুরা তাওবা : ৮৮

জিহাদ থেকে পশ্চাতে বসে থাকা এবং নবী ﷺ এর সাথে মিথ্যা বলা—দুই গুনাহ একত্র করতে পারবো না।

এতে সেসব লোকদের চিন্তার খোরাক রয়েছে, যারা শুধু জিহাদ ছেড়ে পশ্চাতে বসে থাকেনি; উপরন্ত তারা সরলমনা আল্লাহর বান্দাদেরকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থেকে বাধা প্রদানের মতো জঘন্য কাজ করছে! এরা নিজেরাও কৃপণতা করছে আবার অন্যদেরকে কৃপণতার দাওয়াত দিচ্ছে। এগুলো এমন ভয়ানক বৈশিষ্ট্য, যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ﴾

‘যারা (নিজেরাও) কার্পণ্য করে এবং অন্যদেরকে কার্পণ্যের প্রতি উৎসাহ দেয়।’[২১]

কৃপণতা একটি রোগ। যদি আপনি কৃপণতা কিংবা কাপুরুষতার রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তবে প্রশ্ন হলো, আপনি অন্যদেরকেও কার্পণ্যের প্রতি উৎসাহিত করেন কেনো? লোকদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বাধা দিয়ে আপনার লাভটা কী? লোকেরা নিজেদের দীন রক্ষায় অগ্রসর না হলে আপনার কোন স্বার্থটি হাসিল

২১. সুরা হাদীদ : ২৪

হবে? আসলে এসবই হচ্ছে শয়তানের ছড়ানো সংশয় ও কুমন্ত্রণা। এদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

'প্রকৃতপক্ষে এরা শয়তান, এরা মুমিনদেরকে তাদের বন্ধুদের ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় না করে আমাকে ভয় করো। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।'[২২]

আজও যদি মুষ্টিমেয় কয়েক হাজার লোক আল্লাহর রাহে খাঁটি নিয়তে জিহাদে বের হয়, তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হতে পারে। এবং একথা আমি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় এই পথে এবং ময়দানে বিশ বছরের অধিক অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি। নিশ্চয় যাবতীয় অনুগ্রহ ও দয়া আল্লাহ তাআলারই পক্ষ থেকে।

নিজে বের হচ্ছিনা অন্যকেও বাধা দিচ্ছি

বর্তমানের সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি জটিল সমস্যা হলো, অনেক লোক ভিত্তিহীন ওজর-আপত্তি পেশ করে। মূলত শয়তানই তাদের মস্তিষ্কে এসব অলিক কল্পনা ঢেলে দেয় এবং সেগুলোকে সুসজ্জিত করে দেখায়। এ জাতীয় লোককে সব সময় আপনি এক ধরণের বাহানা পেশ করতে দেখবেন। যেমন কখনও আপনাকে বলবে, যদি সবাই

২২. সুরা আল ইমরান : ১৭৫

জিহাদে বেরিয়ে যায় তাহলে দীনের অন্য কাজগুলো কে করবে? ফলস্বরূপ সাধারণ জনগণ সংশয়ের শিকার হয়ে হাতগুটিয়ে বসে থাকে। এই লোকেরা তাদের গুণাহের বোঝা বহন করেও মনে মনে ভাবতে থাকে যে, তারা নিজেদের ওপর আরোপিত দীনের সাহায্যের ফরজ দায়িত্ব আদায় করে ফেলেছে।

আল্লাহর বান্দারা! জিহাদ ছেড়ে পশ্চাতে বসে থাকার সাথে সাথে জিহাদে বাধা প্রদান এবং এ-পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার গুণাহ থেকে সাবধান হন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ ﴾

'আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার সেসব লোকদেরকে খুব ভালো করে জানেন যারা (তার পথে) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।'[২৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। অতএব, নিজের নফসের পরীক্ষা নিন! সে কোথাও আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছেনা তো! যেমন সাইয়িদুনা কাব ﷺ এবং তাঁর সাথীদের নফস তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছিলো।

কাব ﷺ বলেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাকে সত্যের দিকে পরিচালিত করেছেন এবং আমাকে

---

২৩. সুরা আহযাব : ১৮

এ অনুগ্রহে ভূষিত করেছেন। ইসলাম গ্রহণের পর আমার প্রতি আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো, আমি মিথ্যা বলা থেকে রক্ষা পেয়েছি। নতুবা আমিও সেসব লোকদের মতো ধ্বংস হয়ে যেতাম, যারা মিথ্যা বলেছে এবং আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে এমন কঠোর শব্দ ব্যবহার করেছেন যা অন্য কারো ক্ষেত্রে করেননি।'

মিথ্যা বাহানা সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা কঠোরভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾

'যখন তোমরা তাদের কাছে (যুদ্ধ শেষে) ফিরে যাবে তখন তোমাদের সামনে আল্লাহর নামে শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের থেকে পাশ কেটে যাও। সুতরাং তোমরা তাদেরকে পাশ কেটে যাও, নিঃসন্দেহে তারা অপবিত্র এবং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম; তাদের কর্মের প্রতিফস্বরূপ। এরা তোমাদের সামনে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ তো অবাধ্য সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।'[২৪]

---

২৪. সুরা তাওবা : ৯৫-৯৬

কাব বিন মালেক ﷺ নিজের ভুল স্বীকার করেছেন। অতএব নিজেকে যাচাই করার এবং আত্মসংশোধন করে সঠিক পথে ফিরে আসার ক্ষেত্রে তিনি আমাদের আদর্শ।

ঈমান, জিহাদ এবং সততা মুমিনদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা উম্মাহর সালাফদের নীতি-আদর্শ বর্ণনা করে বলেন,

﴿لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا﴾

কিন্তু রাসুল ﷺ এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে, তাঁরা জিহাদ করেছে।'[২৫]

নবীযুগে জিহাদ থেকে শুধুমাত্র সে মরুবাসী বেদুইনরাই পেছনে থাকতো যাদের দীনের কোনো বুঝ ছিলো না। কিন্তু তারা নিজেদের ব্যাপারে ধারণা রাখতো যে, তারা মুমিন। তারা যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে অনুগ্রহ প্রকাশের ছলে বললো, আমরা ঈমান এনেছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

'মরুবাসীরা বলে যে, আমরা ঈমান নিয়ে এসেছি। বলে

---

২৫. সুরা তাওবা : ৮৮

দিন, তোমরা ঈমান আনয়ন করোনি। বরং বলো, আমরা (বাহ্যিকভাবে) অনুগত হয়েছ। অথচ এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।'[২৬]

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণাবলি এবং তাদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

'মুমিন তো সেসব লোক, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ﷺ এর ওপর ঈমান আনয়ন করে অতঃপর কোনো সংশয়ে পড়েনা এবং আল্লাহর পথে নিজের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করে। তারাই ঈমানে সত্যবাদী।'[২৭]

আল্লাহু আকবার! বিবেকবানদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। যদি কেউ মুমিন হতে চায়, তবে তো আল্লাহ তাআলা তার সামনে ঈমানের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি সংশয়হীন ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন এবং ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

জিহাদের পরই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সততার কথা উল্লেখ করেছেন। এবং এটাই সেই বৈশিষ্ট্য যার বদৌলতে কাব ؓ র মুক্তি লাভ হয়েছে।

---

২৬. সুরা হুজরাত : ১৪
২৭. সুরা হুজরাত : ১৫

রাসুল ﷺ বলেন,

فإنّ الصدق يهدي إلى البر وإنّ البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.

'নিশ্চয় সত্য কথা মানুষকে সৎকর্মের দিকে নিয়ে যায়। আর সৎকর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যায়। মানুষ যখন সত্যকথা বলতে থাকে এবং সত্যসন্ধানী হয়; তখন এক সময় সে আল্লাহর কাছে সত্যবাদী বলে গণ্য হয়।'[২৮]

অতএব, সততার হাতল মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরুন এবং অবাধ্যতা ও পাপাচার থেকে দূরে থাকুন। দয়াময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদেরকে সততার বৈশিষ্ট্য দান করুন। এবং আমাদেরকে সত্যবাদীদের দলভুক্ত করুন। আমিন।

মানুষের দেখাদেখি নিজের আখেরাত নষ্ট করবেন না

আমি আমার মুসলমান ভাইদের রাসুল ﷺ এর এই হাদীস দ্বারা নসীহত করবো,

لا يكن أحدكم إمعة, إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساؤوا أساء

'তোমরা অন্ধ অনুসারী হয়ে এমন বলা শুরু করো না, যদি

---

২৮. মুসলিম : ২৬০৭

মানুষ সদাচারী হয় তাহলে আমরাও সদাচরণ করবো, আর যদি মানুষ দুরাচারী হয় তাহলে আমরাও দুরাচারী হবো।'[২৯]

কেয়ামতের দিন আপনাকে একাকি উঠানো হবে। কবরে আপনি একাকি থাকবেন এবং আল্লাহর দরবারে হিসাবের জন্য আপনাকে প্রতাপশালী আল্লাহর সম্মুখীন হতে হবে একাকি। সেসময় যখন আপনাকে দীনের অসহযোগিতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন আপনি কী জবাব দেবেন?

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

'তিরস্কার তো সেসব লোককে করা হবে যারা সম্পদশালী হয়েও আপনার কাছে অনুমতি চায়। তারা এতে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে যে, পশ্চাতে উপবিষ্টদের সাথে বসে থাকবে। আর আল্লাহ তাদের অন্তকরণে মহর এঁটে দিয়েছেন ফলে তারা বোধশক্তি রাখেনা।'[৩০]

আজ উম্মাহর বিপদ হলো, দশকের পর দশক ধরে তারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে বসে আছে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়ুন। নেক ও পুণ্যের

২৯. তিরমিযী : জয়ীফ সনদ
৩০. সুরা তাওবা : ৯৩

কাজে প্রতিযোগিতার সাথে দ্রুত এগিয়ে চলুন অন্ধকার রাতের মতো সর্বগ্রাসী ফিৎনা ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে। সুযোগকে গনীমত হিসাবে গ্রহণ করুন। জান্নাতের উন্মুক্ত দরোজার দিকে দ্রুত বেগে ছুটে চলুন। নবীজি ﷺ কী চমৎকার করে বলেছেন,

إنّ السيف محّاء الخطايا

'নিশ্চয় তরবারী পাপসমূহ মুছে দেয়।'[৩১]

শহীদের সবকিছু ক্ষমা করে দেওয়া হয় ঋণ ছাড়া। সুতরাং সেই মহা মানবের অনুসরণ করুন। যাকে প্রেরণ করা হয়েছে আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্যে। আমাদের ইলমের উৎস কি তাঁর ইলমের ঝর্ণাধারা নয়? জিবরাইল আ. তাঁর কাছে কোন ভাষায় ওহী নিয়ে আসতেন? সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়ই তো নিয়ে আসতেন। আল্লাহ কি আমাদেরকে আরবী বোঝার শক্তি দান করেননি? তবে তাঁর কাছে আর কী ওজর পেশ করবো?

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে নবী ﷺ কসম খেয়ে বলেছেন,

والذي نفس محمد بيده لو لا أن أشقّ على المسلمين ماقعدتُ خلف سرية تغزو في سبيل الله أبدا

---

৩১. মুসনাদে আহমদ : ১৭৬৯৩; দারিমী : ২৪১১

'ঐ সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! যদি মুসলমানদের জন্য (প্রতিটি যুদ্ধে যাওয়া) কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে আমি আল্লাহর রাস্তায় প্রেরিত কোনো সেনাদল থেকে কখনোই পিছে থাকতাম না।'[৩২]

আপনি কি এই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কথা বোঝার যোগ্যতা রাখেন না? সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তাআলার কসম করে বলেছেন যে, উম্মাহর জন্য কষ্ট মনে না করলে তিনি কখনো আল্লাহর রাহে কোনো যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকতেন না। অথচ আজ উম্মাহর অবস্থা হলো, যেনো তারা জিহাদের চেয়েও কোনো শ্রেষ্ঠ কাজে ব্যস্ত রয়েছে!

অতীতে যখনই কোনো রণক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, উলামায়ে কেরাম জিহাদ ফরজ হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেছেন। রাশিয়া যখন আফগানিস্তানে হামলা করে, তখন উম্মাহর উলামাদের একটি বিরাট অংশ জিহাদ ফরজ হওয়ার ফতওয়া দিয়েছেন। এরপরও আপনার কাছে জিহাদে বের না হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? কী দলিল রয়েছে আপনার কাছে? এটা শুধু নফসের ধোঁকা! নবী কারীম ﷺ তো একথা বলেছেন যে, 'ঐ সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! যদি মুসলমানদের জন্য প্রতিটি যুদ্ধে যাওয়া কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে আমি আল্লাহর পথে কোনো যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকতাম না।'

---

৩২. বুখারী : ২৩৭; মুসলিম : ১৮৭৬; সহিহ ইবনে হিব্বান : ৪৭৩৭

এটা কিভাবে সম্ভব যে, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মুহাব্বত-ভালোবাসা এবং আনুগত্যের দাবি করবে; কিন্তু আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য কখনো বের হবেনা! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

জিহাদের মাসআলা মুজাহিদ আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিৎ

এ যুগে যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে রয়েছে তখন কিভাবে আমরা এমন আলেমের কাছে জিহাদের জ্ঞান নিতে পারি, যে নিজেই হাতগুটিয়ে বসে আছে? শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. একজন আলেমে রাব্বানী এবং মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ ছিলেন। তিনি স্বয়ং তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ফিকহুল জিহাদ (বা জিহাদের মাসআলা অনুধাবন) প্রসঙ্গে বলেন,

والواحب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، دون أهل الدين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا

'আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো, জিহাদের বিষয়ে কেবল সেসব সত্যিকার আলেমদের মতামতকে গ্রহণ করা হবে, দুনিয়ার সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কে যাদের সম্যক জানাশোনা রয়েছে। সেসব কথিত আলেমদের মতামত গ্রহণ করা

হবে না, যারা দীনের ব্যাপারে ভাসাভাসা জ্ঞান রাখে এবং সেসব আলেমের মতামতও গ্রহণ করা হবে না, যাদের দীনের ইলম আছে ঠিক, তবে বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো ধারনা তাদের নেই।'[৩৩]

আপনাদের সামনে এর একটি সহজ উদাহরণ পেশ করছি। শুধু তর্কের খাতিরে কিছু তর্কবাজ আলেম বলে, 'বর্তমানে আমরা আমেরিকা ও তার সেনা বাহিনীর সাথে মোকাবেলার সামর্থ রাখি না, তাই এখন জিহাদ ফরজ না।' এমন ফতওয়া দেওয়ার কারণ হচ্ছে, সে মুফতি হওয়ার আবশ্যকীয় শর্তাবলীর ধারে কাছেও নেই। একজন মুফতির জন্য অপরিহার্য হলো, দীনের গভীর বুঝ থাকার সাথে সাথে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখা। একথা বিজ্ঞ আলেমগণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. তাঁর জগৎবিখ্যাত গ্রন্থ " "اعلام الموقعين এ বলেন,

'মুফতি এবং বিচারকদের জন্য আবশ্যক হলো, তারা প্রকৃত ঘটনা নিরীক্ষণ করবেন। ঘটনার বিভিন্ন আলামত ও লক্ষণ অনুসন্ধান, এরপর তা যাচাই করে ঘটনার ফলাফল বের করবেন। দ্বিতীয়ত, মুফতি বা বিচারকের জন্য আবশ্যক হলো, আপতিত সেই অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে ফিকহুল ওয়াজিব জানা থাকা, অর্থাৎ এক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিধান জানা থাকা, যা এই ঘটনার ওপর

---

৩৩. আল ফাতওয়াল কুবরা, কিতাবুল জিহাদ , খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪০)

প্রয়োগ হবে। মোটকথা, এসব বিষয়ে পূর্ণ অবগতির পরই তিনি ফতওয়া দেবেন।'

আগে ময়দানে আসুন পরে ফতওয়া দিন

আপনি বর্তমানে চলমান লড়াইসমূহে কখনো অংশগ্রহণ করেননি। আপনি জানেন না কিভাবে কাফেরদের দাপট চূর্ণবিচূর্ণ করতে হয়। কিভাবে পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে কিছু হালকা অস্ত্র দিয়েই নাকানি-চুবানি খাইয়েছে অল্পসংখক বিশ্বাসী মর্দে মুজাহিদ। যারা একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে। আল্লাহর কাছে যা আছে তা সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে এবং তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর সাথে তাদের মিলিত হতে হবে।

তো এসকল লোক ফতওয়ার অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলীর পূর্ণতা ছাড়াই ফতওয়া দিয়ে যাচ্ছে। এরা আপনাকে বলবে, যুবকদের সংখ্যা কম। আমরা অস্ত্রের ব্যবহার ভালোভাবে জানিনা। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত অস্ত্রও নেই।

ওহে আল্লাহর বান্দারা! এ বিষয়ে ফতওয়া দেয়া আপনাদের কাজ নয়। ফতওয়া দেয়া তো অনেক ভারী দায়িত্ব। আর তাই জিহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া মূল রহস্য ও আভ্যন্তরীন জানা ছাড়াই এ বিষয়ে বিজ্ঞের ভান করা হচ্ছে। সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর এক সাহাবী কোনো এক সম্প্রদায়ের নিকট গেলেন। তাঁর মাথায় বড় ধরনের জখম ছিলো এবং এমতাবস্থায় তার

স্বপ্নদোষ হয়। এই জখমদেহ নিয়ে তাঁর গোসল করতে হবে কি না—এই মাসআলার হুকুম জিজ্ঞাসা করলে উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন, তোমার জন্য গোসল করা আবশ্যক।

তাঁরা ফতওয়া দিলেন, অথচ এ বিষয়ে না তাদের শরয়ী জ্ঞান ছিলো, না তাঁরা অসুস্থের প্রতি লক্ষ্য করেছেন। তো সেই সাহাবী গোসল করলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ সংবাদ রাসুল ﷺ এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, 'قتلوه، قتلهم الله' 'তারা তো তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন।'[৩৪]

ভুল ফতওয়া দিয়ে কে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

এবার বলুন তো, সেই ব্যক্তির হুকুম কী হবে, যে ফতওয়া দিচ্ছে—জিহাদ ফরজে আইন হয়নি। অথচ বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠিত হয়েছে। চেচনিয়ায় আমাদের ভাইদের পিষে ফেলা হয়েছে ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান দিয়ে। ইন্দোনেশিয়ায় আমাদের ভাইদের মসজিদে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। ফিলিস্তিনে আমাদের অসহায় নারী-শিশু ইহুদীদের হাতে নিকৃষ্টতম নির্যাতনের শিকার আর সে বসে বসে ফতওয়া দিচ্ছে—জিহাদের শর্ত পাওয়া যায়নি।

---

৩৪. আবু দাউদ : ৩৩৭; মুসনাদে আহমদ : ৩০৫৭

أنّى نظرت إلى الإسلام في بلد
وجدته كالطير مقصوصا جناحاه

আজ তুমি যে ভূখণ্ডেই ইসলামের খবর নেবে
সেখানেই পাবে তাকে ডানা-কর্তিত পাখিরূপে।

গড়িমশি করার কারণে আল্লাহ ভর্ৎসনা করেন

আমি এ বরকতময় হাদীসের আলোচনা শেষ করবো একটি আয়াত উল্লেখ করে। যেখানে আল্লাহ তাআলা কিছু সাহাবীদের ভর্ৎসনা করেছেন। যখন তাঁরা জিহাদের ব্যাপারে গড়িমশি করছিলেন। অথচ মক্কায় নির্যাতিত অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কারণ, তাঁরা ভালো করে জানতেন, কাফেরদের অত্যাচারের জবাব দিতে না পারলে তাদের নিঃশেষ করে ফেলবে।

তাদের অনুমতি প্রার্থনার পর রাসুল ﷺ তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলেছেন এবং সংযত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং তাদের বলেছেন, আমি এখনো যুদ্ধের আদেশপ্রাপ্ত হইনি।

অতঃপর যখন তাদের ওপর জিহাদ ফরজ করা হলো, তখন কিছু সাহাবী গড়িমশি করতে লাগলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্বন্ধে বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾

'আপনি কি তাদের দেখেননি, যাদেরকে (জিহাদে বের হওয়ার আবেদন করার কারণে) বলা হয়েছিলো, নিজেদের হস্ত সংযত রাখো। নামাজ কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো। পরবর্তিতে যখন তাদের ওপর জিহাদ ফরজ করা হলো, তখন তাদের একটি দল মানুষকে আল্লাহর মতো ভয় করতে লাগলো অথবা তার চেয়ে বেশি। আর বলতে লাগলো, হে আমাদের রব! কেনো আমাদের ওপর জিহাদ ফরজ করলেন? কেনো আমাদেরকে আরো কিছু কাল সময় দিলেন না।'[৩৫]

আল্লাহর বান্দাগণ! সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে যদি এমন কঠিন তিরস্কার আসতে পারে, তাহলে আমাদের অবস্থা কেমন হবে? তাই আল্লাহকে ভয় করুন। নিজের হিসাব নিন। রাসুলের সুহবতপ্রাপ্ত লোকদের ব্যাপারে এমন ধমকি, তাহলে আমরা কিভাবে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারি দীনের সাহায্য ছেড়ে?

নিঃসন্দেহে এটা নফসের ধোঁকা। বেঁচে থাকার তীব্র লালসা। আপনি কিসের আশা করছেন? কিসের জন্যে

---

৩৫. সুরা নিসা : ৭৭

বিলম্ব করছেন? দুনিয়ার প্রয়োজন কখনো শেষ হয় না; বরং মানুষের চাহিদা জীবনের চেয়েও প্রলম্বিত হয়।

গড়িমশির কারণ :
দুনিয়ার ভালোবাসা ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা

আল্লাহ তাআলা এই রোগের চিকিৎসা বর্ণনা করে বলেন,

﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾

'বলুন, পার্থিব ভোগ-বিলাস অতি অল্প। আর যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য পরকালই উত্তম। এবং তোমাদের প্রতি সামান্য জুলুম করা হবেনা।'[৩৬]

আল্লাহ তাআলা তাদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, জিহাদে গড়িমশির মূল কারণ হচ্ছে, নফসের কুমন্ত্রণা। যার সম্পর্ক এই নগণ্য ভোগ-সামগ্রীর সাথে। এই ভোগ-সামগ্রী বেশি নয়, অতিসামান্য। এরপর তাদেরকে চিরস্থায়ী কল্যাণের নির্দেশনা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থভাবে তাদেরকে সর্তক করে দিয়ে বলেন,

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾

---

৩৬. সুরা নিসা : ৭৮

‘তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো মৃত্যু তোমাদের আসবেই, যদিও তোমরা মজবুত দুর্গে অবস্থান করো।’[৩৭]

শয়তান তোমাকে ধোঁকা দেবে। তোমাকে তার বন্ধুদের ভয় দেখাবে। তোমাকে বলবে, জিহাদে গেলে মারা পড়বে। তাই বসে থাকো। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো মৃত্যু তোমাদের আসবেই, যদিও তোমরা মজবুত দুর্গে অবস্থান করো।’ আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি মুমিনদের বক্ষকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য উম্মুক্ত করে দিন এবং আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে নবী ﷺ এর মানহাজ অনুসরণ করে চলার এবং তাঁর সকল সুন্নাহর অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন।

সাইয়িদুনা জাফর رضي الله عنه র কবিতা

পরিশেষে, আমি নিজেকে এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য উদ্দীপনামূলক কিছু কথা পঙতি আকারে পেশ করতে চাই। যেনো আমরা এই পথে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে লেগে থাকতে পারি। সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم যুদ্ধের ময়দানে কবিতা আবৃত্তি করতেন। তম্মধ্যে জাফর رضي الله عنه র কয়েকটি কবিতা রয়েছে। তাঁর অন্তর এই কবিতা আবৃতি করে সেসব কিছুই দেখতো, যা আনাস বিন নাদার رضي الله عنه উহুদের যুদ্ধে দেখেছেন।

৩৭. সুরা নিসা : ৭৮

সহীহ বুখারীর বর্ণনামতে, আনাস ﷺ সাদ ইবনে মুয়াজ ﷺ কে বললেন,

واها لريح الجنة أجده دون أحد

'হে সাদ! কী চমৎকার! এই তো জান্নাতের সুঘ্রাণ! আমি তা উহুদের দিক থেকে অনুভব করছি।'[৩৮]

তিনি তখনও মদীনায়ই ছিলেন। কিন্তু ঈমানের দৃঢ়তা ছিলো এমন যে, তিনি জান্নাতের সুঘ্রাণ শুকে ফেলেছেন। মুতার যুদ্ধে যখন সাহাবাগণ রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন তরবারির ঝনঝনানি এবং ধুলা-বালির অন্ধকারে জাফর ﷺ বিশ্বাসের আলোয় উদ্দীপ্ত হয়ে এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করতে লাগলেন,

يا حبذا الجنة و اقترابها *** طيبة و بارد شرابها

والروم روم قد دنا عذابها *** على إن لاقيتها ضرابها

কতোই না মনোহরি জান্নাত; তার সান্নিধ্য

আহ্ সে কি মিঠা পানির কোমলতা সুপেয়তা!

আজি রোমকদের শাস্তির সময় এসেছে

রণাঙ্গনে মুখোমুখি হলে হানবো আঘাত একসাথে।

---

৩৮. বুখারী : ২৮০৫

সাইয়িদুনা আসেম বিন ছাবিত ﵁ র কবিতা

সাইয়িদুনা আসেম বিন ছাবিত বিন আকদাহ ﵁ যখন দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে হুযাইল গোত্রের শাখা বনী লাহইয়ানের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন বনু লাহইয়ানের লোকেরা তাঁকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। তাঁরা দশজন ছিলেন, এর বিপরীতে লাহইয়ানের লোকেরা প্রায় একশত ছিল। বনু লাহইয়ানের লোকেরা তাঁকে বললো, তোমরা নিজেদেরকে আমাদের কাছে সঁপে দাও!

আসেম ﵁ বললেন, 'আমি নিজেকে কোনো কাফেরের আশ্রয়ে দিতে পারিনা।'

তারা তাঁকে জীবিত পাকড়াও করার চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু আসেম ﵁ অস্বীকার করতে থাকেন এবং কবিতা

আবৃত্তি করতে থাকেন,

ما علتي وأنا جلد نابل *** والقوس فيها وتر عنابل

والموت حق والحياة باطل *** إن لم أقاتلكم فأمي هابل

আমার যুদ্ধ করতে কী বাধা আছে
অথচ আমি বীর বাহাদুর এবং সুদক্ষ তীরন্দাজ
মৃত্যু সত্য এবং এই ক্ষণস্থায়ী জীবন মিথ্যা
যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ না
করি তাহলে আমার মা আমাকে হারাক!

আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ এর সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান!

নিজেদের পবিত্র ভূখন্ডগুলোর আজাদীর জন্য জেগে উঠুন

আজ আমাদের পবিত্র ভূমিগুলো ইহুদী-খ্রিষ্টানরা দখল করে আছে। বস্তুত যার অন্তরে সামান্য ঈমানও আছে, এই পরিস্থিতিতে সে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে না।

আমি আমার আলোচনার সমাপ্তি টানবো ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দ্বারা বেষ্টিত বাইতুল মুকাদ্দাস এবং বাইতুল্লাহ সম্পর্কিত এই পঙতিগুলোর আবৃত্তির মাধ্যমে,

ফিলিস্তিন কবে থেকে খুনের ঢোক গিলছে
হিজাযের জখম তো এখনও আমাদের হৃদয়ে লেগে রয়েছে
ইসলামের প্রতিটি সন্তান আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার প্রতীক
এবং এসব জখমের চিন্তা তাদের নিদ্রা হারাম করে রেখেছে
কিন্তু জখম সত্ত্বেও খিলাফার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে
তাদের বিশ্বাসের পারদ বেড়ে চলেছে
তারা আল্লাহর নামে শপথ করেছে যে,
তাদের জিহাদ অব্যাহত থাকবে
চাই কিসরা চোখ রাঙিয়ে তাকাক
কিংবা কায়সার মোকাবেলায় এসে যাক।

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেনো আমাদের শহীদদের কবুল করে নেন!

আমাদেরকে যেনো তাঁর পথে শাহাদাত লাভের সৌভাগ্য দান করেন। আমাদের কুরবানী যেনো দীনের পতাকাকে সমুন্নত করে।

আল্লাহ তাআলা উম্মাহকে হেদায়েত ও কল্যাণের এমন একটি পরিবেশ দান করুন, যেখানে তাঁর অবাধ্যরা অপমানিত হবে এবং তার অনুগত বান্দারা হবে সম্মানিত। যেখানে কল্যাণের আদেশ দেয়া হবে এবং অকল্যাণ ও মন্দ কাজে বাধা দেয়া হবে। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সৎপথ, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং দুনিয়া বিমুখতা কামনা করছি !

হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন! আমিন

وصل اللّٰهم وبارك علىٰ محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين !

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العلمين !

'আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।'

-আল ইমরান: ১৬৯

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাদের জীবন বড় বৈচিত্র্যময়। আল্লাহ তাআলা এই মানুষগুলোর হৃদয় এতো স্বচ্ছ ও সফেদ বানিয়েছেন যে সাহাবাদের যাপিত জীবনের বাঁকে বাঁকে উম্মাহর জন্য রয়েছে আদর্শ ও চিন্তার খোরাক। সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের ব্যাপারে আহলে সুন্নাহর বিশ্বাস হলো, তাঁরা মাসুম ছিলেন না, তবে তাদের কারো থেকে গুনাহ প্রকাশ পেয়ে গেলে অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তাকে তাওবার তাওফিক দিয়েছেন। প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কখনো গুনাহ করে ফেললে কিংবা সাময়িক পথ হারিয়ে ফেললে, রবের পথে প্রত্যাবর্তনের যে আকুলতা তাদের অস্থির করে তুলতো—এটা অন্যদের জন্য আদর্শ। অপরাধের এই সরল স্বীকারোক্তি থেকে আমাদের শেখার আছে অনেক কিছু। তদ্রুপ, সাহাবাদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও আত্মীয়তার ভিত্তিও ছিলো দীনের ওপর। আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশের সামনে নিজেদের বন্ধুত্ব, সম্পর্ক সবকিছুকে পরিত্যাগ করতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না।

বক্ষ্যমাণ বইয়ে তিনজন সাহাবীর তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা ও পরবর্তী তাদের কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতি অত্যন্ত সরলভাবে আলোচিত হয়েছে। একটি মাত্র হাদিস। অথচ এর শব্দে শব্দে কতো শিক্ষা ছড়িয়ে আছে। এই শিক্ষা নিজের মধ্যে লুকানো নিফাকি যাচাই করার। এই শিক্ষা নবীযুগের সাথে আমাদের সমাজকে মিলিয়ে দেখার। সর্বোপরি নিজেদের ফিরে পাবার। আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।